

# ভূর' পাদা

২য় সংখ্যা



সম্পাদক

দ্যানিস চাকমা



## কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

ଭୂର' ପାଦା  
ବିଭୁ' ୨୦୧୫

ସମ୍ପାଦକ  
ଦ୍ୟାନିସ ଚାକମା

ସହଯୋଗୀ ସମ୍ପାଦକ  
ବିଶ୍ଵମୟ ଚାକମା

ଭୂର' ପାଦା ଦ୍ଵି ପୈଦ୍ୟ

ভূমি' পাদা  
বিষ্ণু' ২০১৫

প্রকাশকাল  
১৩ এপ্রিল' ২০১৫

সম্পাদনা পর্ষদ  
সম্ভাষ চাকমা  
মুদ্রিকা চাকমা  
ভূমির ওপর ভালুকদার  
দ্যানিস চাকমা  
বিশ্বময় চাকমা

মুদ্রণ  
ছড়াখুম, রাজবাড়ি, রাঙামাটি

বর্ণবিন্যাস  
এসআর চাকমা

ওভেচ্ছা মূল্য  
১২০/-

ভূমি' পাদা দ্বি পৈদ্য

# সম্পাদকীয়

২০১৪খ্রিঃ থেকে যাত্রা শুরু হয় পুলক সাহিত্য সমিতির চতুর্থ প্রকাশনা ‘ভূর’ পাদা’।  
এ বছরও বিবু’২০১৫খ্রিঃ উপলক্ষে ‘ভূর’ পাদা’ দ্বিতীয় সংখ্যা হলো।

প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে ‘ভূর’ পাদা’ একটি পরিবেশ বান্ধব বৃক্ষ  
কিস্তি এ বৃক্ষকে আমরা সবাই অবহেলা করি এবং বর্তমান প্রজন্মতো চিনতেই  
পারেনা। অথচ বৃক্ষটি আমাদের মানব জাতির জন্য কি যে উপকার করেছে তা  
আমরা মূল্যায়ন করি না।

‘ভূর’ পাদা’ সাধারণত মাটির আদ্রতা ধরে রাখে বিধায় নদী,ছড়া এবং জনঅরুণ্যে এ  
গাছ উৎপত্তি হয়। গাছটি সরু এবং লম্বা হওয়ায় বাড়ি নির্মাণ আর গৃহস্থলির  
জ্বালানীনি কাঠ হিসেবে খুব বিখ্যাত। পাতাগুলিও বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।  
তাই এ গাছকে রক্ষা করা সবার দায়িত্ব বলে আমরা মনে করি।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও আমাদের কাছে অনেক লেখা জমা হয়েছে,নানান সমস্যা  
থাকায় সবাইকে স্থান করে দিতে পারিনি বলে আমরা আন্তরিক ভাবে ক্ষমা চেয়ে  
নিচ্ছি। আর মুদ্রণ জনিত বিপ্রাতের কারণে অনেকের বিরক্তির উদ্বেক হওয়ায়  
স্বাভাবিক। এ প্রেক্ষিতেও ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এ আশা রাখি। বিবু’২০১৫  
খ্রিঃ সুন্দর ও সফল হোক এই কামনা করছি।

সম্পাদক

## ছড়াধুম পাবলিশার্স প্রকাশিত গ্রন্থ

১. মেঘ সেরে মোনো চুক-মৃত্তিকা চাকমা
২. জুম গাভুরী-তরুন কুমার চাকমা
৩. কর্মফল-মৃত্তিকা চাকমা
৪. মন চিদ আহুতি যায়-প্রগতি খীসা
৫. হরিৎ নিসর্গ-মুজিবুল হক বুলবুল
৬. ডা: ভগদত্ত খীসা রচনাসম্মারক,  
সম্পাদক-মৃত্তিকা চাকমা
৭. নির্বাচিত প্রবন্ধ ও চিত্রকলা,  
সম্পাদক-দ্যানিস চাকমা
৮. কবি সলিল রায় এর 'দুঃস্বপ্ন'-  
সম্পাদক-মৃত্তিকা চাকমা
৯. দিকবন'সেরেস্তুন-মৃত্তিকা চাকমা
১০. বান-মৃত্তিকা চাকমা

যোগাযোগ

মোবাইল : ০১৮১৫৬৬২৯২৮

e-mail: mruttika\_cht@yahoo.com

ভূর' পাদা দ্বি পৈদ্য

# সূচী

## প্রবন্ধ

চিগোন' লক্ষেন রান্যে-বেরা-চাঙমা ত্রিপন তেইয়া/৭  
অরুনাচল নিয়ে কিছু কথা-প্রধীর তালুকদার/১৩  
ম্রো লোকসংগীত-সিংইয়ং ম্রো/২৩  
অকল্পনীয়-চিত্র মোহন চাকমা/৩০

## চাকমা কবিতা

ইয়ান কেয়ান তামঝা-শিশির চাকমা/৩৫  
বনভাস্তেনাঙে-বারেন্দ্র লাল চাঙমা/৩৬  
পূগর আঘাঝত-চন্দন চাকমা/৩৬  
দুরপুদির পাচজনম-প্রগতি খীসা/৩৭  
বিহ্লো মরা-কিশলয় চাকমা/৩৮  
দেব চোগ-আনন্দমিত্র চাকমা/৩৯  
বাংলাদেজত আদিবাসী-নমদীশ চাকমা/৪০  
মনান মর গম নেই-সঞ্চয় বিকাশ চাকমা/৪১  
সাম্রাজ্যবাদ'র চেঙেরা-উদয় শংকর চাঙমা/৪২  
জুন পহর-কিকো দেওয়ান/৪৩  
মেঘুল দেবা-রনেল চাকমা/৪৪  
বারিজে কালর কথা-সুনাং দেওয়ান/৪৪  
ফিরি পেবার চাঙ-পাততুরুতুরু চাকমা/৪৫  
মুই জুম্মো ছাত্র-বিজক চাকমা/৪৬  
লরবো-নিকোলাই চাকমা/৪৮  
দেঘা ওইনেও দেঘা ন' অহল-কে ভি দেবাশীষ চাকমা/৪৯  
মৃন্তিকা চাকমা-বুদ্ধর জনম মাদি/৫০  
Hospana Mawr...!!!!-Surat Kishor Chakma /51

## ভাষা বদল কবিতা

শলাকাদি-নির্মল কান্তি চাকমা/৫২

ভূর' পাদা দ্বি পৈদ্য

## ইংরেজী কবিতা

Go Forword-Tanmoy Chakma/53

## বাংলা কবিতা

আলাপ-রাজা পুনিয়ানী/৫৫

হাজার হাজার-চাকমা অসীম রায়/৫৭

মনোজ বাহাদুর গুর্খা-ফুরোমোন/৫৮

যাত্রাপথ-বীর কুমার চাকমা/৫৯

কবে আসবে ফিরে?-বরদেন্দু চাকমা/৬০

সব মানুষের-নাসের মাহমুদ/৬১

বিজয়ের মাস' ২০১৪-সুশীল বিকাশ চাকমা/৬১

উচ্চ বিলাস-রূপেন্দু বিকাশ চাকমা/৬২

ময়না-রিপরিপ চাকমা/৬৩

একতার মহৎশক্তি-শান্তি প্রিয় চাকমা/৬৪

তোমার মুখের মতো মুখ-মোহাম্মদ ইসহাক/৬৫

আসল নকল-লালন চাকমা /৬৬

পৃথিবীর বিশ্বয়-অজিত কুমার তনচংগ্যা/৬৭

বিবু-সুপ্রকাশ চাকমা মিলন/৬৮

বিবুর আনন্দ-মিনাক্ষী চাঙমা/৬৯

ধূসর প্রান্তর-অনুরাধা দে/৭০

স্বপ্নগর্ভা-ফিডেল ডি, সাংমা/৭১

## গল্প/পঙ্কন

জীবন সত্য-সলিল রায়/৭২

ধূলুক কুমরী-লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা/৭৫



## চিগোন' লক্ষেন রান্যে-বেরা

চাঙমা ত্রিপন তেইয়া

মুই ইধোত-গরি পারং ধরি,দেঘি এচোং,পন্ডি-বজ্জর আমা আদাম' জুমবলাউনে মোনে-মোনে জুম-ছাগা দুওন, জুম-কাবন। জুম-কাবি ফুরেলে দি-তিন মাঘ পরে জুম-পুরি ফেলান। তেহু,জুমো-আরা কারন,ধান কুজোন। জুমো-ধান' লগে আর' ভালক-বাবদর বিজ-বিজিদি কুজি-দুওন। জুম ছুলোন,জুমো-ধান পাগিলে জুম-ফাঙ গরন। জুমো ধান-কাবা ফুরেলে আরও আদামত লামন। জুমোধান উধি গেলে, বজ্জর বিদি গেলে আমিও রান্যে বেরা যেদং। জুমো-রান্যে তোনপাত, লাদাপাদা নুও-গরি পা যায়। সেক্কে জারকাল পরেগি। রান্যেত গেলে,জুম্ম -বিগুন, জুম্ম-মরিচ,ডুমুরশুমি, নারকাবা শুমি, এহুধোকান শুমি, পোদোনা বাচ্ছুরি, পুঝোক আ আমিলে পায়। গোদা রান্যে-জগা সদরক ফুল, রাদাচুলো ফুল ফুধোন। বলগা-বলগা বোয়েরে সদরক ফুল' থুমবাজ্জ ছিধে। যানে,তুমবাজ্জ পরানান ধাঙর অহয়।

রান্যে-বেরা কহ্লে পুরোনি' আমল্ ইধোত্ উধে। রান্যে-বেরা যাদে, মিলে মরদ, গুরো-বুরো কালোং,পুল্যোং, কুরুম জুগ্লেদং। বেন্যে পোস্তো কগরা ভাত দিবে-দিবে হেই,কলাপাদালোই ভাত-মজ্জা,লগে-নেযেদং। সুর আখে,পুনোপুন্যে-গরি গব দি-দি রান্যে মোক্কে লত্ দিদোং। রোদ ফুস্তে ফুস্তে,বেল দিবোর অহ্লে মোন'-ধাগত্ পুরোন জুমোত্,রান্যেত হুগুঙিধোং-গোই। মোন' জুমো-পথ উখে উখে অমকধ' বল পরে,কিয়ে গিরগিরায়,যানে নলাপেত-আধু শুলোন। উখে-উখে হোগে পায়,কান' আহুরি ইয়ং-ইয়ং গরে আ তদা-পানি শুগেই যায়, অমকধ' পানি সাজ্জ গরে। আধিক বল পলে,মোন উস্তে উস্তে মন' হুঝিয়ে এ-হু-হুই গরি রেঙ কারি। পিও-পিও শিক কারি। রেঙোচাগে-শিগে পরান জুরেই-যায়।

এয মনত্ আঘে,এক-বঝর উরিঙে মোন'-ওবোলা,মোনোধাগ' পজ্জিমেন্দি একান বর-জুম হেলং। সে বঝর আমার ভারি ফল্যে। অমকধ' ভাত পেয়েই। মাস্তর, আমা জুমান আদামতুন একাও দেগা ন'যায়। মোন আন্দলে চিন ন'পায়। আমা জুমোকুরে আরও আমা আদাম্মের সাগর জুম এল'। একদূরতুন মোন' দাবত, মোন' পিদিত্ য়েল-য়েল, ধুপ-ধুপ গরি দেঘা যায়। জুমো ধান' নারানি রিপ-রিপ গরি দেঘা যায়। সেক্কে এয' দোলেদোলে নিবিলা ন'অয়। পদনা-আনি তদা-সং, বেচ লাঘা ন'অয়। রান্যেত্, মানুষ বেরেলে দেঘং ন' দেঘং, চিন পাং ন' পাং অহয়।

আমা রান্যেত্ হুলুঙ্গ-গোই এক দিবোর' কুরে-কুরে লাগে। আমা জুমান বেগন্তুন দূরোত এল'। এস্তে-যাদে সলমল-গরি একদিন লাগে। সাজ্জং যেই সাজ্জং এযি। আমা জুমোত্ যাদে, একান চিগোন শিলোছরা, মাহলছুরি উযোনি ভালুদুর আহুধি-যা পরে। যাদে-যাদে উমুচে-গল্যে ছরা-মোওর-উনত্, বুরি বুরি, গাধিদোং। পানি মোওরউন একরে পহন পহন, গোদা সর্বাং-কি'য়ে দেঘা যায়। পানিত্ বুরিলে গুরি মাচ, ইজে ঠেঙত, কিয়েত হস্তেন। যিয়েন-পায় হেবার দিলে, কারাকারি গরি, হাক্কে হেই-ফেলান। চে-থাক্কে ভারি গম লাগে, খারা হোই-হোই খেহবার মনে কহয়। মোন'লেজা বর-বর পানি মোওর-উনত আ ধুদুগত, রানতালায়ে মাচ, পিনোন-ফাদা মাচ, সেলচ্ মাচ, নাবালাং মাচ, উগল মাচ, বিয়োং মাচ, লুদুং মাচ, শুদুং মাচ, বাঘেই মাচ, নারেই মাচ ঝাক-ঝাক চরন। শিলোত তলে গাদত্ মোন কাঙারা, জেত কাঙারা আ হুমোঘোয় কাঙারা পায়।

এয' মনত্ আঘে, আবাদাগরি, একদিন বা আ-মা আ, রান্যে বেরা যেবার তেম্মাং গন্তন। মনে মনে মুই হুঝি ওয়ং, রান্যে বেরা যে-পেম্। ঘেচে-ঘেচে, তার-হিল্যে বেন্যে-পোস্তো মাআ মরে জুকেলবার কহল'। তেহু, বা আ, মা আ, ম' গুরোভেই-বো জুগুলেই-লং। আমালগে আমা কুগুর দিবে, যেত্ কুগুর, ইক্কো নাঙ মোককাল্লা আ ইক্কো নাঙ চোককাল্লা। তারালোই ঝার-বেরা গেলে, হামাকায় ইক্কো নয় ইক্কো গুই ন' অহলে, পারবো-দূর পায়োই। জুমোত্ যেবার আগে, কগরা ভাত হল-গরি দিবে দিবে হেই ললং। আমি জুগুলের, মা আ লইয়ে ইক্কো কালোং, কালোঙো-ভিদিরে ভাদ-পিলে, তোনপিলে, বাযোন, তেলোন, কদরা, নুন-ওলোত, সিদোল, দালগাচ্ আ কাদি ভরেই লইয়ে। আ, বা আ লয়ে ইক্কো পুল্যেং, একান লুই আ একান বর ধার-তাগল্। মুই লয়ং ইক্কো কুরুম্ আ একান চিগোন চুচেং-তাগল। ম' গুর' ভেইবো লয়ে একান তাগল-শ'।

রোদ ন'ফুন্তে ঝাদি-মাধি লত্-দিলোং। লারে লারে আহুধি যের। জারকাল্যে ঝিনঝিন্যে জার। হয়ো ফেল্যে, হয়ো সেরে কিচ্ছু ন' দেঘে। রোজেই উমোন্তুন উদিবার মনে ন' কহয়। বেচ্ জার ফেললে, অস্তে অস্তে আমি হের' কুচেত্, ধান-ঘরত ঘুম যেই। দাঘ' কথাঃ জারকাল্যে বেল আহুলেলে গেল্। এয' মনত্ আঘে জারকাল্যে বেন্যে-পোস্তো আজু উদোনত্ বর-গরি আগুন দিদো। তা-লগে আমিও আগুন ফুয়েদং। বর-বর দারবো গাচ্ থুবৈয় ধধ'। দোকদোকে আগুনত্ আজু, উল-কুজু, সিমাই আলু, মুউ-আলু, বদা রেঙ, কুরুরেঙ আ সাম্মো কুজু পুরিদো। আগুনন্তুন ওলে-ওলেই আমারে ভাগ-গরি দিধো'। আর' আমালগে একতাল চিগোন

শুরো সমাচে খেদাক। আজু আমালাই চলাচলি গন্ত, বিগিদি গন্ত, আমারে যোলেখ' রাগ তুলেই দিধো। অঙ্কে-অঙ্কে আমি বেজার অধং। কানি কানি খেদং। কানিলে আর' আজু আমারে বুজ্জধ'। তেহু, আমারে পুজ্জ্য-আলু শুলি-শুলি খাবেধ'। মাস্তর,গরম-গরম খেলে গাল এহুৱে যায়। আলু-কুজ্জুউন ভারি ধুল্যে-গরি মিলেদাক, খাদে অম'কধ' সুওত লাগে।

যাদে-যাদে কদক্কন-পরে আদামান ফেলেই গেলং। লাঙেল বেই,যুরি কস্তা-দি ছরাত্ লামিলোং। কুগুরন আমা পুনে-পুনে যাদন। কুগুরনে,অঙ্কে-অঙ্কে ভুগি-ভুগি উধোন,পদ'কুরে বাজ্জবন'-ঝারত্ ছমন। হাক্কন পরে,ছরা লাগত পেলং। ছরাত্ লামিনেই,মাআ ফো-ফো গরিল'। মা গঙ্গি-মা কহল'। পানিআন জুরো লাগের,পানিত হজ্জ দিবার মনে ন' কহর। আদিক জুরোয় আহুদ-ঠেং শনু-মরে। মাস্তর,মাআ এধক জারত্ তুও শামুক,শিলোন আ কাঙারা তোগে-তোগেই, বিজিরে-বিজিরেই যায়। বা আ-ও বর বর শিলোন উল্যে-উল্যে কাঙারা,মাচ-ইজে তোগায়। আ,পানি মোওর-উনত লুই-লোয় ছাগি ছাগি যায়। থাকে থাকে তেঙা মাচ, রানদাল্যে মাচ, পুদি মাচ, বেগেনা ভালুকুন পেলং।

তেহু, মালছুরি উযোনি আধি যাদে-যাদে,আমা উরিঙে মোন-লেজাত্ হুলুঙিলোং। হাক্কন জিরেলং,পানি খেলং। বা আ,ইকো লাঘা দুলুবাজ্জ' চুমোলই খেবার পানি ল'ল'। এবার মোন উধোনা পালা। কক্কুর যেনেই,মোন উখে-উখে হগরা গুলার। এক কাব,উধিলে আর' এক কাব থায়। পরান ছত্ফতো গরে। ঘামে-গরমে কিয়ে বুরি যায়। আদিক বল পন্তে-পন্তে,ওমা-হদা গরি পায়। আ,বাআ-ও উস্তে উস্তে কঙায়। এ হ-হ-হ গরি রেঙ কারে। আ,অঙ্কে অঙ্কে পিও-পিও শিক কারে।

ভালক্কন-পরে,আমি মোন' তুগুনত্ জিরেনি-হলাত লুহুঙিলোং। বেক্কুনতুন বল-পোজ্জ্যে,আমি বেক্কুনে রাঙাকালা-মুউ অহলং। বান্দোই! চিংপুরে পারা,কুগুর-উনেও হগাদন। জিল নীঘিলেই ধগদন। কুগুরন-উনেও আমা কায়-কুরে বুগ-গরি আঘন। উন্দি,ফিবির-ফিবির বোয়ের বার। ঝলগা ঝলগা বোয়েরে,গাজ্জ-বাজ্জ' পাদা ঝুরি পরের। বেক্কুনে জিরেনি হলাবত্,ইকো বর্ ঝুবুর-গরি পাগচে-গাজ্জত তলে,ছাবাত তলে শিঙোর' উগুরে বজিলোং। জিরেনি-হলা সিঙুন,গোদা দুনিয়ে-সংসার দেঘা যায়। আমা আদামান রিপ-রিপ গরি দেঘা যায়। হাক্কন-পরে জিরেদে জিরেদে,ডুলু-চুমোতুন পানি খেলং। আদেক্কে-গরি মোন' জুরো-আহভায় পরান জুরেই গেল'।

ভালকন,বল-ভরেলং। এবার আর' উধোনা পালা। হাকন পরে এক কাব উদিনেই মোন' পিদিত উদিলোং। যাদে যাদে জুরি পার-অইনে আমা পুরোন জুমোত,রান্যেত হলুঙিলোং-গোই। জুমো-ঘরান পুরোন ওইনে,মক্তবা অইয়ে। জুমোঘর' চালান কানা কানা,ইজোর-আন ভাঙা ভাঙা,সাঙপোজ্যে। ঘর'ধবাকুন ফাদা ফাদা,ওঝোরি যেইওনদোয়। কেদাকতুকুন গরমে ফাদি যেইয়ন। বেরচাগানিও ভাঙি যেইয়ে। চাজা-উনও ভাঙি যেইওন। একা একা সাঙ-পোজ্জোন। ওলোন-সাল, দমদমা, দবাকাদি বেক খিগ আঘে। মাজা উত্তরে এয সং, কুলো,মেজাঙ,লুদুং, ভেরা, সাম্মো, দুলো,পাক্কোন,সচপদর রোই-যেয়ে।

মাআ,ঘরান চুরি ফেলেল',গমেদালে কাযেল'। ঘরান সাঙসাঙ্যে অহল'। মাআ মোন' লেজা,গাঙত্ পানি হজ্জা গেল। আমিও তারে গাঙত সাঙেত দিয়্যা গেলং। থাগলগ-তুন,যুরু-রু-রুত গরি পানি পরের। তাগলগ' পানিত্ মাধা-শিরে বুয়েই গাদিলোং। মাআ-ও আমালগে গাখিল'। মাধা ঘোঝিল'। আমি গাখিগাধায় আজের অহলং। গাঙতুন ফিরি এলং। গাঙতুন এসে এসে,জুমো লেজাত-সস্তাপেগ,সোনাস্তালি আ মুর-কুরো লাগত পেলং। কুজুর দূরত,ঝারবো-কুরোয় ডাক্ কাস্তন। উরিঙ-চঙরায় তিক্ হাস্তন। বরাঙলো আ এহুস্তোল বিজ্জি গাজ্জত্ তলে দিবে-উরিঙ চরদন। গামিরি গাজ্জত-তলে ইকো চঙরা চরের। অঘুর তারুম-বন। চেরোপালা বানা পেগো রহ'। কেতকেসে-বো,বর চাক্কো-গাজ্জত উরি উরি পরের। সুদোত-তুবি,উত্তরিক,পেরা ভুলোং-দুবোত্ উরি-উরি পস্তন। মাদিত্,গাজ্জত্ তলে-তলে আহরিকুরি,আহুশে রাধা আ বেলালাগা চস্তন। বান্দর-উনে তারেঙে তারেঙে বাজবনত্ ডগস্তন। আমারে দেনেই ঝক-পোজ্জোন। বাশবন' সেরে সেরে এ-গাজ্জতুন ও-গাজ্জত ফাল মাস্তন।

আ, বাআ যেইয়ে, কায়কুরে মোনলেজা তারুমোত, উদোল-তানা আ মিদিঙে বাজ্জ' কুঝি দগা-হঝা। আমা রান্যে সিধু এগোচ্যে বাশ, পারবো বাশ আ মিদিঙে বাজ্জ'র রাত্ নেই। আজ্জু বুনো-কাদা গস্ত। বাআ-ও বুনো কাদা গরে। বেত্ ফেরে, গলা-মুরিজে থুবেই থহয়। লেই, ধুলোন, বারেং, কালোং, পুল্যেং, কুরুম, কুরো-বাহ্, দুপ, মেজাঙ আ কুলো বুনো। হাকন পরে, বাআ উন্দুরো-কান উল, বেদাগি, হগরা, বাচ্ছুরি, ছিগোন শাক আ মোরমচে আমিলে-লই ঘরত্ ফিরিল'।

বেল দিবোর অইয়ে, আমাতুন পেত্ পুরের। মাআ ভাত-রানিবার জুঙলোর। হাকন পরে ভাত-সারা গুরিলো। মুরিচ শুদেয়ে,মাজ্জ' কেবাং,বাচ্ছুরি তোন রানিল'। থাআঝা,পেত্ভরন ভাত হেলং। দিবুচে-মাধান হাকন জিরেলং। আর' মাআ-বাআ

আমা রান্যেনত্ তোনপাত ভোগা লামিলাক। আমিও সমারে গেলং। পাগানা মুরিচ্,বেগোল-বিজি,তেন্তোল-গুলো,বান্দর মাহ্‌মবারা,বরানাশাক,ডুমরগুলি একতাল-একতাল পেলং। আখে-আখে বেল আহ্‌লার। হাক্‌ন পরে, বেলান ডুবং ডুবং,রাঙা চিক-চিক অইয়ে। তে,বেল্যে মাধান লারে লারে আদাম' মোক্‌কে আহ্‌ধা ধল্লং। বেল্যে-মাধান বেল-জুরো পজ্‌জ্য। মোনলেজ্‌জাত্ একা একা হয়ো পরের। জার গরং-গরং গরের। মোন' ঘরান ফেলে যেবার চিং পুরের। আমি দি-ভেইয়ে কানং-কানং ওইয়েই। মাআ আমারে কহ্‌ল' "রান্যেত্ আর' এবং-দ',আর' এই-পেবং,ন' অহ্‌লে দ' মুরিচ্চুন পাগি যেবাক,ঝুরি পুরিবাক, সন্তাপেগে,জুরগো-পেগে খেই দিবাক"।

আদাম' মোক্‌কে যাদে যাদে,তারুমত হরি-পুগে ডগন্তন। চেরেপুগে,মা জিং-জিং, মা জিং-জিং গন্তন। পাগোচে গাজ্‌জত্ পেত্‌তুনে যোল-বোসোন। ঝুবোত্ তলে-তলে,সন্তাপেগে সনাস্তালি চরাদন। হরল্যেবোই তক্-তক্ গরি গাচ-হনের। চগদা-বোই কোরই-গাচো বেই-উদেয়োই। ইক্‌কো শরমা ঝারবো কুরো তা শ' উন্দোই পন্তান পার অহ্‌ল'। আ, ইক্‌কো উরিঙ শ'য় তাম্মা পুনে-পুনে চরের। আহ্‌লাং-উলোং গরি,ধাবা দেয়।

ইয়েনি মুই,দিচোগে দেলেও,ম' মনত্ নিস্তো বাহ্‌ঝি থাই। জুমো-রান্যে ইধোত্ উধে। আজ্‌জু-পিজ্‌জুর পুরোনি-কধা ইধোত্ উধে। মনত্-উধে,ঘিলে পারা,চাদিগাঙ ছরা পালা,রাধামন-ধনপুদি,কহ্‌বি-ধবি। ইধোত্ উধে কেরেত কাবা,নলাম পারা। পেগো শ'-মনা-শ',তদেগ'-শ',ভিরেজ্'-শ আ শের' শ' তগা। মোন' ঘরত বেল্যে অহ্‌লে ধুদুক,শিঙে,হেজ্‌রং বাআনা। উবোগীত গাআনা। ইধোত্ উধে জুম্মো বিনি ভাত, কবরক ধান' ভাত,কেজ্‌জবিজি ভাত,কোওন ভাত,নাগাঘোচে আ জেধেনা বিজি খই। চুমোলই মাচ,পুগোলগত দিয়্যা মাচ, ছেক্‌কো-মাচ,কাঙারা-ইজ্‌জেলোই মুরিচ-গুলিইয়ে। হুমাঝারা কোরবো,উলু-কোরবো,সাবারাঙ দিয়্যা সিদোল'তাবা-দিয়্যা তোন। শিমেই আলু, চিবিব-গাজ্‌জ'কুজ্‌জি পাদা, ঘেরে আম' পাদা, এহরা কুজ্‌জু বোল্যে। বাচ্‌ছুরি তোন, বাচ্‌ছুরি শুদেয়ে,বাচ্‌ছুরিমালাহ্‌ আ মাজ্‌জ' মুরংকাজ্‌জি।

আদামত এন্তে এন্তে,বেল ডুপ্পেগোই,সাজ্‌জ অইয়ে। একা একা দেঘং ন' দেঘং। বাআ,পারবো দগা কানাত-গরি আন্‌য়ে। উদোল-দুরি আন্‌য়ে। শুই ইক্‌কো আহ্‌ধত। আ মাআ,তা কালোং-ও তোনপাত ভরন-গরি এচ্ছে। জিনং ন'-জিনং-গরি বুগি আন্‌য়ে। আমা লগে-লগে কুশুরুনেও লেদা ওইওন। আমিও দি-ভেইয়ে ভালক্কানি তোনপাত্ বুগি আন্‌য়ে। তার কিল্যে-বেন্যে আমা ঘর'কুরে ঘরবো-উনরে রান্যে-তোনপাত্ ভাগ-দিলোং। বেত্‌তুনে হুঝি ওইওন।

চিগোন-ধাক্কে এ-রান্যেবেরা কন'দিন পুরি ফেলে ন'পারিম । সারা জিংকানিত্ মনত্  
 খেব' । এধক্কেন-গরি মুই আর' ভালক-বার জুমোত,রান্যেত,ঝারবেরা, ছরা-ইঝে,  
 জাল-মারা, কাঙারা-ধরা, ইজে-চর দিয়্যা, দুপ-পাদা তোন-তোগা যেইওং । ইয়েনি  
 মনত্-উধিলে মুই আমক অহং । চোগোত ভায়ে,মনান ধাঙর অহয় । ইয়েনি আর'  
 ফিরি পেবার মনে কহয় । মন্তুন আজু-নানুরে ইধোত্ উধে । চিৎ-পুরে । মনত্ কি  
 এযে কোই ন' পারং । ম' সমাজ্জে-উনরে ইধোত্ উধে । অস্তে অস্তে মনত্-পুরি  
 আহঝি এযে । আধিক হঝিয়ে কানানি এযে । এগজা চোগোত্ ভাঝে ।

এধক্কেন,জিংকানী আর ন' পেবং-আর । যেদক দিন-গণ্ডি যার,পুরোন অহর, সেধক  
 নুও-গরি ইধোত উধে । নুওআনি পুরোন অয়,পুরোন-আনি আর'নুও লাগে । জুমো  
 জিংকানী ফেলে যেবার চিৎ পুরে । আমা এ জুমো-রান্যে কখানি মন'ভিদিরে খে-  
 যায় । আমা এ দুগ'কাল' কখানি দিন দিন আহঝি যাল্লোই । আমা আজুগিছু-উনে  
 আমারে গজেই-দি ন'যান । আমিও দোলেদোলে ন' সমুরি । যিয়েনি আহরেই যেইয়ে-  
 সিয়েনি আর পেবার আঝা নেই । আমান্তুন এ মাধানত্ আমল-দিনেই তোগেই বার  
 গরানা অস্ত অইয়ে । মন-দি ভোগেলে হামাকায় সুক-পেবং । তেহু, জাদরে গঝেই দি  
 যে-পারিবোং ।

দাঘ' কথা-আহরেলে তগাই,পেলে ন' আনে । আমার বিজ্জ' -কথা,মন'-কথা খেনেই-  
 ও নেই । আমি আমল ন'দি । আমারে আমি, আমা মন' কখানি আমি অম'কধ'  
 অলিগ গরির । দিন দিন বেঙ্কানি ভজ নেযের । আঝা গরং ম' এ-জিংকানীর-চিগোন  
 চিগোন কখানি মনত্ গাধেই রাগেবাক । আঝা গরং ম' এ-কখানি চাঙমা-ভাঝত্  
 গুনর লাগিবো । চাঙমা-ভাঝ আর' দাদ'গরিবো । এ-সমারে আর' আমা জাদ-ভেই-  
 বোন-উনেও,জাদরে কোচপেনেই, জাদরে আর' দোল দোল জিংকানি কথা গজেই  
 দিবাক । জাদরে আর' নুও-গরি পহর ছিদেই দিবাক । এ-আঝাগান রাগেনে,বেঙ্কুনে-  
 ইধু মর গভীন কোচপানা আ আওজর কোজোলী খেল' ।

# অরুনাচল নিয়ে কিছু কথা

প্রবীর তালুকদার

অরুনাচলের পূর্ব ইতিহাসঃ

খ্রীষ্ট পূর্ব ৫০০ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ সময়ের মধ্যে মনপা নামক জনগোষ্ঠীর রাজারা ই বর্তমান অরুনাচলের কিছু অংশে শাসন করতো। এর পূর্বে ভূটান ও তিব্বতের দ্বারা শাসিত ছিল উত্তরাংশের এই এলাকাটি। বৃটিশ আসার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮৫৮ অবধি অপরাপর অংশে শাসন করতো আহোমরা। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল প্রধানত তিব্বতো বার্মান গোত্রের বাঙানিস, ডফলাস এবং মনফা। তিব্বতীদের গড়ে তোলা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের তাওয়াঙ মনাস্টি ৪০০বছর পুরাতন আর বর্তমান ভারতে সর্ববৃহৎ বুডিস্ট মনাস্টি এবং পর্যটন কেন্দ্রও বটে। এই তাওয়াঙে দালাই লামা-৬ (Sixth Dalai Lama Tsangyang Gyatso) এর জন্ম।

১৯১৩-১৪সালের মধ্যে তিব্বত, চীন ও বৃটিশের মধ্যে শিমলা চুক্তি হয়। বর্তমান ভারত ও চীনের সীমান্ত বরাবর ৮৯০কিলোমিটারের এ সীমান্ত বিরোধের লাইন এখনো ম্যাক মোহন লাইন হিসেবে বিখ্যাত। ১৯১৪সালে আসামের দারাঙ ও লক্ষিমপুর জেলা থেকে পৃথক করে জনজাতি অধ্যুষিত এ বিশাল পার্বত্য অঞ্চলটিকে নিয়ে গঠিত হয় নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার ট্রেস্টস (এনইএফটি)। ১৯৪৪সালে বৃটিশরা ওয়ালাঙ থেকে ডিরাঙ্গ দোজঙ্গ পর্যন্ত তাদের প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করে। তবে এনইএফটি সেন্ট্রাল, ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন সেকশন-এ বিভক্ত ছিল।

১৯১৯ সালে সেন্ট্রাল ও ইস্টার্ন সেকশনটি সৌদিয়া ফ্রন্টিয়ার নামে এবং ওয়েস্টার্ন সেকশনটি বলিপারা ফ্রন্টিয়ার নামে রূপান্তরিত হয়। ১৯৩৭ সালে আসামের লক্ষিমপুর ফ্রন্টিয়ার ট্রেস্ট সহ সৌদিয়া ও বলিপারা ফ্রন্টিয়ার ট্রেস্ট মিলে আসামের এক্সক্লুডেড এরিয়া হিসেবে পরিণত হয়। পরবর্তীতে সৌদিয়া ও লক্ষিমপুরের কিছু অংশ নিয়ে তিরাপ ফ্রন্টিয়ার ট্রেস্ট গঠন করা হয়। ১৯৪৬ সালে বলিপারা ফ্রন্টিয়ার ট্রেস্ট সীলা সাব এজেন্সি ও সুবনসিরি এরিয়া নামে দু'টি পৃথক প্রশাসনিক ইউনিটে ভাগ হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার সময় এনইএফটি আসাম রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৪৮ সালে সৌদিয়া ফ্রন্ট্রিয়ার ট্রেস্ট আবোর ও মিশমি হিল ডিস্ট্রিক্ট দু'ই ভাগে বিভক্ত হয়। ১৯৫০ সালে উপরোক্ত জেলাগুলির (বলিপারা,তিরাপ,আবোর ও মিশমি)-এর সমতল অঞ্চল গুলি আসামের নিয়ন্ত্রনে আনা হয়। ১৯৫১ সালে বলিপারা ফ্রন্ট্রিয়ার ট্রেস্ট, তিরাপ ফ্রন্ট্রিয়ার ট্রেস্ট,আবোর অর মিশমি হিলস ডিস্ট্রিক্ট সহ নাগা ট্রাইবেল এরিয়ার কিছু অংশ নিয়ে নর্থ ইস্ট ফ্রন্ট্রিয়ার এজেন্সি (নেফা) নামে এক বিরাট অঞ্চলকে সংযুক্ত করা হয়।

১৯৫৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী নেফা ছয়টি ফ্রন্ট্রিয়ার ডিভিশনে ভাগ করা হয়। যেমন-কামেঙ,সুবনসিরি,তিরাপ,সিয়াঙ,লোহিত এবং তুয়েনসাঙ। ১৯৬৫সালের ১লা আগস্ট নেফার প্রশাসন মিনিস্ট্রি অব এক্সট্রানাল এ্যাক্ফ্যার্স থেকে মিনিস্ট্রি অব হোমে হস্তান্তরিত হয়। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত নেফা মূলত আসাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২১শে জানুয়ারী, ১৯৭২ সালে নেফাকে ইউনিয়ন টেরিটোরির মর্যদা দেয়া হয়। রাজ্য হিসেবে গঠিত হয় ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ সালে।

অরুনের আঁচল ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সুবর্ণভূমি অরুনাচলঃ

অরুনের আঁচলে ঢাকা এই নয়নাভিরাম সূর্যের সোনালী আভা আর হিমালয়ের শাখা প্রশাখার বিস্তৃত পাহাড়ের সীমাহীন সবুজ বনাঞ্চলে ঘোমতা পরা রাজ্যটির নাম অরুনাচল। উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি বোনের মধ্যে একটি বোন। ভারতে সর্ব প্রথম সূর্যের আলো যে রাজ্যকে আলোকিত করে তার নাম অরুনাচল। ভোর চারটা বাজতেই যখন পূর্বাকাশে সূর্যের ধূসর আভা মুখ তোলে এই মনোমুগ্ধকর প্রকৃতির লীলা ক্ষেত্রে বিশাল এই ভারতের রাজধানী দিল্লীতে তখন রাত। দিল্লী আর অরুনাচলের পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সময়ের ব্যাবধান ২ ঘন্টারও বেশী।

পূর্বে এ রাজ্যটির নাম ছিল নেফা (নর্থ ইস্ট ফ্রন্ট্রিয়ার এজেন্সি)। চীন সীমান্ত বরাবর উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ভারতের বিশাল এই রাজ্যের আয়তন ৮৩,৭৪৩বর্গ কিলোমিটার। সাতটি জিপুরা রাজ্যের সমান বলা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় সাড়ে ছয়গুন বড়, আসামের চেয়েও বড় এবং বাংলাদেশের অর্ধেকের চাইতেও বেশী এই একটি মাত্র রাজ্য অরুনাচল। বর্তমানে ১৭টি জেলায় বিভক্ত। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা মাত্র ১৩,৮২,৬১১জন। প্রতি বর্গ মাইলে মাত্র ১৩জন। উত্তরে বিশাল চীন,পশ্চিমে ভুটান ও পূর্বে মায়ানমার ঘেরা অরুনাচল রাজ্যটির অধিকাংশই



পাহাড় এবং বনজ সম্পদে পরিপূর্ণ। বনভূমির পরিমাণ ৫১,৪৮০ বর্গ কিলোমিটার। এ রাজ্যে এমন অনেক অঞ্চল এখনো রয়েছে যেখানে মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি।

এখানে এখনো অনেক আদিম জনজাতি রয়েছে। ২০ টির মতো মূল জনগোষ্ঠীর অবস্থান বলা হলেও অরুনাচলে কম করে ১২৪ টি বৈচিত্রময় ছোট ছোট জনগোষ্ঠীর বসবাস। যেমন-আদি, নিশি, ডক্লা, মিজি, লিচু, গালং, ওয়ানচুক, তাগিন, হিলমরি, মিশমি, মনফা, নকটে, আকা, আপাতানি, আইয়া, থাঙসা, শেরদুকপেন, সিম্পু খামতি, হাজং, চাকমা ইত্যাদি। সরকারীভাবে হাজং বা চাকমাদের অবস্থানকে স্বীকৃতি দেয়া হয় না। এদের এখনো রিফিউজি বা অপ্রত্যাশিত অনুপ্রবেশকারী হিসেবে মনে করা হয়। অথচ একক জনসংখ্যার বিচারে চাকমাদের জনসংখ্যা ৬৫ থেকে ৭০ হাজারের মতো। অনেকের ধারণা একক জাতিগোষ্ঠী হিসেবে গোটা অরুনাচলে চাকমারাই সংখ্যা গরিষ্ঠ (সিঙ্গেল মেজরিটি)। আদি বা নিশিদের মেজরিটি ধরা হলেও কিন্তু এরা নানা গোত্রে বিভক্ত জাতি। মিজোদের যেমন-লুসাই, কুকি, বম ইত্যাদি। কিন্তু চাকমারা জাতি হিসেবে একটিই।

ভারতে সবচেয়ে কম জনসংখ্যা ঘনত্বের এ সুবৃহৎ রাজ্যের রাজধানী ইথানগর। রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে রাজধানী ইথানগর। মোট ১৭টি জেলায় বিভক্ত এ রাজ্যটি। বিধান সভায় আসন সংখ্যা ৬০। রাজ্য সভা ও লোক সভায় মাত্র একটি করে। অরুনাচলের মোট জনসংখ্যার যে পরিসংখ্যান তার মধ্যে চাকমা ও হাজংদের বাদ রাখা হয়েছে। ১৯৬৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের বড় গাঙ (কর্ণফুলী নদীতে)-এ কাঙাই বাঁধের কারণে উচ্ছেদ হয়ে প্রায় ৩০,০০০ চাকমা তৎকালীন নেফায় চলে যেতে বাধ্য হয়ে। ভারত সরকার তখন তাদের অভিবাসী বা মাইগ্রেন্টস হিসেবে কার্ড দেয় এবং নাগরিকত্ব দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। বর্তমানে অরুনাচলে চাকমাদের সংখ্যা কম করে হলেও এক লাখের কাছাকাছি। যদিও অরুনাচলের চাকমাদের অনুমান তাদের জনসংখ্যা ৬৫,০০০ মতো। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে চিত্রটা অরুনাচলের চাকমা এলাকায় ঘুরলে দেখা যায় তাতে এই জনসংখ্যা নিশ্চিতভাবেই লাখের মতো কিংবা বেশীও হতে পারে।

সেদিনের কাঙাই বাঁধ গোটা জুম্মজাতি বিশেষত চাকমা জাতির মরণ ফাঁদঃ ২০০৩ সালে বোধিসত্বকে নিয়ে রাজ্যমাটি কলেজে কিছু চাকমা ছাত্রছাত্রীকে প্রশ্ন করেছিলাম-বড় পরণ্ড সম্পর্কে জানা আছে কিনা? ভারতের অরুনাচল নামক এক

জায়গায় যে হাজার হাজার চাকমা আছে তা তারা জানে কিনা? খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় তখন অনেকেই এ বিষয়ে কোন ধারণাই দিতে পারেনি। কর্ণফুলী নদীকে চাকমারা বলে বড় গাঙ। বড়গাঙে বাঁধ দিয়েই বড়পরণ্ডের মর্মস্তদ ইতিহাস। এই বাঁধ হলো কাঙাই বাঁধ। আমাদের মৃত্যু ফাঁদ। এর ফলে যে ১৯৬৪ সালে প্রায় ৩০০০০(ত্রিশ হাজার) চাকমা উদ্ধাস্ত হয়ে তৎকালীন উত্তর-পূর্ব ভারতের নেকায় স্থানান্তরিত হয়। আজ অবদি ৫০বছর অতিক্রান্ত হলেও তারা যে এখনো ভারতের নাগরিকত্ব পায়নি সে কথা আমরা কত জন লোকে জানি? বড় পরণ্ডের বেদনাবিধুর ইতিহাসকেও কি আজ আমরা ভুলতে বসেছি?

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৫৭ সালে শুরু হয় ১৯৬৩ সালে সমাপ্ত হয় কর্ণফুলী নদী (বড় গাঙ)-তে কাঙাই নামক স্থানে বাঁধ দেয়ার কাজ। দেশের ৬০% ভাগ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে আমেরিকান সাহায্যপুষ্ট এই হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটি পাওয়ার প্রজেক্ট। সেদিন ২৮০মিলিয়ন আমেরিকান ডলারের এই বৃহৎ প্রজেক্ট তৈরীতে কেবল ক্ষতিপূরণ হিসেবে ধরা হয় ২০ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই ২০ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণের মাত্র ২.৫ মিলিয়ন দেয়া হয় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের। ২.৫ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি পূরণ দেয়ার হিসেব দেখানো হলেও প্রকৃত পক্ষে সেই পরিমাণ টাকাও হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি পায়নি। কেবল মাত্র প্রজেক্ট কন্সট হিসেবে ধরা হয়েছিল ৫১ মিলিয়ন ইউ এস ডলার। কিন্তু পাকিস্তান সরকার খরচ করে মাত্র ২.৬ মিলিয়ন।

অথচ নিমিষে ডুবে যায় হাজার হাজার মানুষের সুখী সমৃদ্ধ বসতি। জলের তলে তলিয়ে যায় শতকোটি টাকার বনজ সম্পদ। কাঙাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্যাচমেন্ট এরিয়ার পরিমাণ ছিল ৪২৫০বর্গ মাইল। তখনকার এক জাপানী সাংবাদিকের বিবরণ মতে টোকিও মেট্রোপলিটন এরিয়ার প্রায় অর্ধেক জুড়ে এই কাঙাই বাঁধে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত ভূমির পরিমাণ। কাঙাই বাঁধের কারণে স্ট জলাশয়ের কারণে ডুবে যায় সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের শতকরা ৪০ ভাগ উর্বর ধান্যজমি যা গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামের চাষযোগ্য ভূমির ২/৫(পাঁচ ভাগের দুই ভাগ) অংশ। সর্বমোট ডুবে যাওয়া এলাকার পরিমাণ ২৫৪ বর্গ মাইল এবং কেবল কাটিং করা গহীন বনভূমির পরিমাণ ৭৫বর্গ মাইল। চাকমা সার্কেলের মোট ১২৫টি মৌজা জলাশয়ের তলে তলিয়ে যায়।

পরিপূর্ণ অবস্থায় জলস্তর ১১০ ফিট বা ৩৩.৫ মিটার উঁচু। জলাশয়ের উপরিভাগের

পরিমাণ ১,০৩৬বর্গ মাইল। ডুবন্ত ভূমির পরিমাণ ২১,৮৫৩.০৪হেক্টর। জনবসতি সরিয়ে নেয়া হয় ৫৪,০০০একর। কিন্তু পরিনামে পূর্ববাসন দেয়া হয় বা জমির বদলে জমি দেয়া হয় মাত্র ৮,৭০০একর। সর্বমোট উদ্ধাস্ত হওয়া পরিবারের সংখ্যা ৩৭,০০০(সাইক্লিশ হাজার) যার মধ্যে সরাসরি বাঁধের কারনে উদ্ধাস্ত হওয়া পরিবারের সংখ্যা ছিল ১৮,০০০। পূর্ববাসন দেয়া হয় মাত্র ৫,০০০পরিবারকে। সরাসরি ডাঙিগ্রস্ত জনসংখ্যা ছিল ১,০০০,০০(এক লক্ষ)। এরমধ্যে এক্সটারন্যালা (বর্হিঃগতভাবে) ডিসলোকেটেড জনসংখ্যা ৬০,০০০(ষাট হাজার), ইন্টারন্যালা (আভ্যন্তরীনভাবে) ডিসলোকেটেড জনসংখ্যা ৪০,০০০(চল্লিশ হাজার)। বার্মা ও তৎসংলগ্ন পাহাড়ী এলাকায় স্থানান্তরি হয় ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) এবং ভারতে বড় পরঙ যায় ৩০,০০০(ত্রিশ হাজার) চাকমা। প্রায় ১০,০০০(দশ হাজার) ত্রিপুরা ও মিজোরামের পাহাড়ে বসতি করে। এই বিপুল ক্ষয়ক্ষতির জন্য কাণ্ডাই বাঁধকে চাকমাদের মরণ ফাঁদ হিসেবে মনে করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান অধিকারের আন্দোলন,সামরিক দমন-পীড়ন ও ৪লক্ষ ভূমিহীন সমতল বাসীকে সরকারী উদ্যোগে বসতি স্থাপন যার ফলে জুম্মদের অস্তিত্বের সংকট ইত্যাদি সকল সমস্যার মূল উৎস কাণ্ডাই বাঁধ। কাণ্ডাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ন্যায় বহু উন্নয়নের প্রজেক্টের ফলে উদ্ধাস্ত হওয়ার করুন কাহিনী অনেক জানা যায় পৃথিবীর সর্বত্র। কিন্তু হাজার হাজার মানুষ ছিন্নমূল হয়ে একেবারে দেশান্তরিত হওয়ার মর্মস্বত্ব কাহিনী কেবল চাকমাদের বড় পরঙ হওয়ার মধ্যেই জড়িয়ে রয়েছে। প্রিয় মাতৃভূমি বসতভিটা হারিয়ে লক্ষ মানুষ নিরীহ পিঁপড়ার ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে আত্মীয় স্বজন হারানোর বেদনাসহ যে পালাচ্ছে তখন আমাদের রাজা বা মুকুব্বীরা কে কোথায় মুখ লুকিয়েছিল? আজ সে প্রশ্ন বারে বার আক্রান্ত করে আমাদের। বড় পরঙের সময় কেও বিচ্ছিন্ন হয়েছে প্রিয় মা বাবার স্নেহময় সাহচর্য্য থেকে,কেও বা হারিয়েছে স্ত্রী পুত্র,ভাই বোন,পুত্র কন্যা হারানোর বেদনায় কতো মায়ের চোখের জল অবিশ্রান্ত গড়িয়েছে কর্ণফুলীর জলে তার কাহিনী কেও বা রাখে আজ? কাণ্ডাই বাঁধকে তাই কেবল মরণ ফাঁদ বলেই শেষ নয় কাণ্ডাই বাঁধের কারনে সৃষ্ট কাণ্ডাই লোককে বলা হয় চোখের জলের হৃদ, দ্যা লেইক অব টিয়ার্স।

আজ সুদীর্ঘ ৫০ বছর আগের সেই বড় পরঙের মর্মস্বত্ব কাহিনী আমাদের অন্তরে কি বিন্দু মাত্র পীড়া দেয়? চাকমাদের বড় পরঙের কাহিনী চাকমা জাতির একটি অতি তাজা ও সাম্প্রতিক ইতিহাস। এ ইতিহাসকে আজ পর্য্যন্ত তেমন চাকমাদের মধ্যেও কেও আমল দিচ্ছে বলে মনে হয়নি। এক কালে চাকমা জাতির ইতিহাসে

বিজয়গিরির নেতৃত্বে চম্পকনগর থেকে রাজ্যজয়ের কাহিনী আজ আমাদের অনেকটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন। আর দুঃখের কথা চাকমাদের ইতিহাস রচনা করে দিয়েছেন ইংরেজ বা হিন্দু ঐতিহাসিকেরা। আর আমরা থাকি ঘুমের ঘোরে। এমন অবহেলা প্রবণ জাতি আমরা। নিজেদের ইতিহাস পড়বো-জানবো অন্য জাতির লেখায়। একোন দুর্ভাগ্য? বড় পরণ্ডের এমনিভর হৃদয় বিধারক বাস্তব কাহিনীর তাৎপর্য আমাদের সমাজে অসংখ্য জ্ঞানীশুনি বা নেতা নেত্রী বা লেখক সাহিত্যিকের মনে এতটুকু স্পর্শ করতে পারেনি তাই সবচেয়ে আশ্চর্যের।

অরুনাচলের তিন জেলায় বিস্তৃত চাকমা বসতিঃ

তিনটি জেলায় চাকমাদের বসতি রয়েছে অরুনাচলে। রাজ্যের পূর্বাংশে লোহিত ও চাঙলাঙ জেলায় আর পশ্চিমে ইথানগরের কাছে পাপুমপারে জেলায়। তিরাপ নামে যে জেলাটি ছিল তা চাঙলাঙ ও তিরাপ দুই জেলায় ভাগ করা হয়েছে। চাকমাদের বসতি তাই এখন চাঙলাঙ জেলায় পরেছে। অন্যদিকে সুবনসিরির নামও পরিবর্তিত হয়ে এখন পাপুমপারে। লোহিত জেলার চৌখাম নামক জায়গায় চাকমা জনসংখ্যা হাজার পাঁচেক। সবাই একত্রিতভাবে আছে। চাঙলাঙ জেলার চাকমা বসতি অনেক অনেক বিস্তৃত।

মোদোই থেকে মিয়াওর কিছু অংশ বাদ দিয়ে দিবান পর্যন্ত হিসেব করলে চাকমা বসতির দৈর্ঘ্য কম করে হলেও ৫০ কিলোমিটার ডীং নদী বরাবর। এর ভেতর অবশ্য কিছু অংশ সিম্পু, ডেওরী, হাজংদের মিশ্র জনবসতি রয়েছে। আবার ডায়ুনের পশ্চিম দিকে ডীং নদীর পশ্চিম পারে রয়েছে আরো বিশাল চাকমা বসতি যেমন- বিজয়পুর, ধর্মপুর, গোলকপুর, মিলনপুর ও রত্নপুর। বিশাল সমতল এলাকা। রত্নপুর, গোলকপুর বা ধর্মপুরের পার্শ্ববর্তী রয়েছে খাঙসাদের (নাগা) বসতি। তবে মিয়াও-এর পর থেকে ডীং নদীর উজ্জানে দিবান পর্যন্ত চাকমা বসতি তেমন সমতল নয়। চাঙলাঙে চাকমা জনসংখ্যা সর্বাধিক। কম করে হলেও ৫০ হাজার তো হবেই। পাপুমপারে জেলায় চাকমা বসতি বর্তমানে ৮টি ব্লকে বিস্তৃত। আসামের সোনিতপুর জেলা ঘেঁষা এই বসতিতে চাকমা জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় আড়াই হাজার।

গণতন্ত্রের ভূভারতে জনসংখ্যাই শেষ কথা :

জনসংখ্যার দিক থেকে অরুনাচলে চাকমারা নিশ্চয়ই স্থানীয়দের কাছে হুমকি। গণতন্ত্রের এ মহান ভারতে জনসংখ্যাই মূল কথা। চাকমারা সবাই নাগরিকত্ব পেলে তাদের ভোটের পাল্লাটা যে একটা বড় ধরনের নির্ণায়ক শক্তি হবে তাতে কোন

সন্দেহ নেই। ফলে স্থানীয়দের আশংখা মোটেই অমূলক নয়। দিন দিন চাকমা জনসংখ্যা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর চাইতে দ্রুত বেড়েই চলেছে। আজ যদি এককভাবে চাঙলাঙ জেলার চাকমা বসতির আশপাশের কথা ধরা যায় তাহলে যে কোন এম এল এ চোখ বন্ধ করে জিজ্ঞাসে নিতে পারে চাকমারাই। কারন গোটা অঞ্চলে সিম্পু জনসংখ্যা অতি নগন্য। হাজার দশেক হতে পারে। হাজং জনসংখ্যাও হাজার দুয়েক। ডেওরী,খাংসা,লিচু বা অন্যান্য জনগোষ্ঠী তেমন নয়। তবে চাকমাদের ভোটাধিকার রোধ করা কোন মতেই আর সম্ভব নয়। এমনিতেই ১৯৯৬ সালের সুপ্রিম কোর্টের দেয়া রায় মোতাবেক চাকমা হাজংদের ইলেক্টোরাল রোলে অর্ন্তভুক্ত করতে নির্বাচন কমিশন বাধ্য। রাজ্য সরকারের প্রশাসন নানা অজুহাতে চাকমা হাজংদের ভোটাধিকার বা জন্মগত সার্টিফিকেট দিতে বাঁধা সৃষ্টি করলেও তা দীর্ঘ সময় আর সম্ভব নয়। কারন ইতিমধ্যে ৫০ টি বছর কেটে গেছে। বর্তমানে হাজং চাকমাদের শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ জনসংখ্যা ভারত বর্ষেই জন্ম নিয়েছে। তারা জন্মগতভাবেই এ দেশের নাগরিক।

১৯৬৪ সালের বড় পরভীদে মध्ये আজ অনেকেই মরে যেতে বসেছে। কাজেই আগামী ২০বছরে শতকরা একশ ভাগ চাকমা জন্মগতভাবে ভারতীয় নাগরিক হয়ে দাবী করবে। তবে ইতিমধ্যে ৭০ হাজার চাকমার মধ্যে সব মিলিয়ে হাজার দুয়েক ভোটার কার্ড পেয়েছে। বাকীদেরও ধীরে ধীরে ভোটার করার প্রচেষ্টা চলছে। কয়েক বছর আগে চাঙলাঙ বা তিরাপের গোটা অঞ্চলটি নিয়ে আলাদা ইউনিয়ন টেরিটোরির গঠনে কথা শুনা গেছে। কারন বিশাল এ অরুনাচলের পূর্বাংশের অনেক স্থানীয় জনগোষ্ঠী ইথানগরের কাছে অবহেলার শিকার হয়। ভ্রামতায় যারা রয়েছে তাদের মধ্যেও স্বার্থ দ্বন্দ্ব রয়েছে। রয়েছে গোষ্ঠীগত বা জাতিগত বৈসম্য। কাজেই এই বৈসম্যই জন্ম দেবে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ আর রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব। তখন চাকমাদের রাজনৈতিক হাতিয়ার করতে সবাই উঠেপড়ে লাগবে। বৃহৎ চাকমা ভোটার শক্তিকে বাদ দিয়ে কোন কিছুই ভাবা যাবেনা তখন। চাকমাদের মধ্যে সং নেতৃত্ব গড়ে উঠলে তখনই রাজনৈতিক অধিকার কাজে লাগাতে পারবে তাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই। এবং অরুনাচলের এই পূর্বাঞ্চলীয় অংশে চাকমারা যে একদিন দভাহাদির অধিকারী হবে তারও উড়িয়ে দেয়া যায় না।

চাকমা হাজংদের নাগরিকত্ব বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ঃ

On 9 January ১৯৯৬, Supreme Court of India directed, inter alia, that the life and personal liberty of each and every Chakma residing within the State shall

be protected and that, except in accordance with law the Chakmas shall not be evicted from their homes.

The Delhi High Court in its judgment of 28 September 2000 (CPR no. 886 of 2000) directed the authorities to enroll all eligible Chakma and Hajong voters into the electoral rolls.

কয়েক বছর আগে সর্বমোট ১৪৯২ জনকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার খবর আমরা জানি। পরবর্তী পর্যায়ে ক্রমানুয়ে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়ার কারনে সেই সংখ্যাও কমেছে। কোন বছর হয়তো ২০/২৫ জনকে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করলেও পূর্বের তালিকা থেকে প্রশাসনের কর্তারা ষড়যন্ত্র করে বাদ দিয়ে দিচ্ছে শ, দু'শ জনকে। বর্তমানে ভোটার তালিকায় এদের সংখ্যা হয়তো হাজার খানেক হতে পারে। ৬৫ হাজার জনসংখ্যার মধ্যে হাজার খানেক ভোটার নেহায়েত নগন্য।

অনুরূপভাবে পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহ ও সিলেটের নানা জায়গায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের কারনে ৮ থেকে ১০ হাজার গারো হাজং নিরাপত্তার জন্য ভারতে পারি জমায়। আজ ৪০ বছর অতিক্রম হলেও চাকমা ও হাজংরা নাগরিক ও ভোটাধিকার বঞ্চিত। আর্শচ্যেয় বিষয় একক সংখ্যা গরিষ্ট জাতি হিসেবে চাকমারাই সেখানে শীর্ষে। আদি জনজাতিও বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সমষ্টি। সুতরাং চাকমারা ভোটাধিকার পেলে যে অরুনাচলের রাজ্য সরকার গঠনে বড় ভূমিকা রাখবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং স্থানীয় মানুষদের এখানেই আপত্তি। আপত্তি না উঠবেই বা কেন। হিল চাদিগাওে যেমন করে মুসলিম সেটেলার পূর্ববাসন দিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে ঠিক সেভাবে হয়তো অরুনাচলে সমস্যা হয়নি কিন্তু বিষয়টা প্রায় একই রকম। পার্থক্য এই যে অরুনাচলে চাকমারা বাধ্য হয়ে পারি জমিয়েছে মাতৃভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে। সেখানে পূর্ববাসিত হওয়ার সময় স্থানীয় নেতাদের সাথে পরামর্শ নেয়া হয়। তখনকার সময়ের দু'জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এখনো জীবিত। যেমন চিম্পু সম্প্রদায়ের পিসিলা ও খামতি সম্প্রদায়ের চোকামৌন গুহাই।

অরুনাচলে প্রথমে চাকমারা পূর্ববাসিত হওয়ার সময় প্রতি পরিবারকে ৫ কানি হালের বলদ, চাষাবাদের জন্য কৃষি উপকরন, ঘর তৈরীর জন্য সরঞ্জাম, এমনকি এক বছর সরকারী রেশন চালু ছিল চাকমা হাজংদের জন্য। দু'একজনকে চাকরীতেও নিয়োগ দেয়া হয় সেসময়। এলাকা ভিত্তিক বক হিসেবে চাকমা হাজংদের বস্তি বা গ্রাম গঠন করা হয়। গ্রামের প্রধানকে বলা হয় গাওবুড়ো। গাওবুড়োদের দেয়া হত কিছু সন্ধানী ও ড্রেস। কিছু ক্ষেত্রে সরকারের নানা উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী বাস্তবায়িত

হতো এই গাওবুড়োদের তত্ত্ববধানে। চাষাবাদ, জীবন জীবিকা সবই ঠিকঠাক চলছিল অনেক বছর। জনমানবহীন উর্বরা জমি, ফসল হতো অপ্রত্যাশিতভাবে। উৎপাদন হতো প্রচুর পরিমাণে। অভাব অভিযোগ বলতে নেই তখন। মোটামুটি সরকারী স্কুল কিছু ছিল চাকমা ও হাজং বসতির কাছাকাছি। চাকমা হাজংরা কলেজেও পড়তে যেতো ইথানগর। কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক হিংসার মনোভাব ছিল না।

২০-২৫বছর পর শুরু হলো রাজনৈতিক টানাপোড়েন। রাজনৈতিক উদ্যোগ্য প্রণোদিত হয়ে কিছু ছাত্রকে দিয়ে গড়া হলো অল অরুনাচল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন। এদের কাজই হলো চাকমা হাজংদের বিরুদ্ধে কাজ করা। চাকমা হাজংরা যাতে ভোটাধিকার না পায় এবং অরুনাচল ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায় এই তাদের দাবী। ছাত্রদের উস্কানী দিতে দিতে এক সময় ১৯৯৪ সালে আক্রমণ করলো চাকমা ও হাজংদের। রাজ্য সরকার বন্ধ করে দিলো চাকমা বসতির অনেক স্কুল। দু'একটি সেকেন্ডারী স্কুল ছাড়া অন্য সব ক'টি স্কুলে ভর্তি বন্ধ করে দিলো। ইথানগরে উচ্চশিক্ষা নেয়া তো দূরে থাক। চাকরী, জায়গা জমি কেনা বা সমস্ত প্রকার সরকারী কার্যক্রমে এদের সকল সুবিধা বন্ধ হলো। চাংলাং জেলায় যেখানে চাকমারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানের ডায়ুন স্কুলে আগুন লাগিয়ে দিলো উত্তেজিত ছাত্ররা। তখন বার্ষিক পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্ত। খোলা আকাশের নীচে পরীক্ষা দিলো চাকমা ও হাজং ছেলে মেয়েরা।

অরুনাচলের চাকমারা আজো মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর অরুনাচলে পড়তে পায় না। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়তে পায় কেবল দুটি স্কুলে। মাধ্যমিক পড়তে পারে তিনটি স্কুলে। চাংলাং জেলার ৫৫হাজার চাকমা জনসংখ্যার জন্য আছে কেবল ১৫টি প্রাইমারী স্কুল। হাই স্কুল ৪টি। ৩০০/৪০০ ছাত্র/ছাত্রীর জন্য কেবল একজন করে সরকারী শিক্ষক। তাই চাকমারা নিজেরাই চান্দা তুলে অতিরিক্ত শিড়াক রেখেছে স্কুলগুলোতে। চম্পুই, এনাও, ডায়ুন ও মিয়াও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের স্কুল রয়েছে। আগে মেয়াওতে বেশ কিছু চাকমা ছেলেমেয়ে পড়তো। ৯৪-এর ঘটনার পর এদের সংখ্যা কমে গেছে। চাংলাং জেলায় নতুন একটি কলেজ হয়েছে। স্টাফ না থাকায় তাও বন্ধ হওয়ার যোগার। অথচ প্রতি বছর চাকমা ছেলেমেয়েরাই ভালো রেজাল্ট নিয়ে বের হয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে। সরকারী হাই স্কুল সমূহে চাকমারা নিজেদের উদ্যোগে স্কুলে ক্রাশের চেয়ার টেবিল তৈরী করে তাদের ছেলে মেয়েদের বসার বন্দোবস্ত করে। ৯৪সালের পর

থেকে বেশী সংখ্যায় চাকমা ছেলেমেয়েরা অরুনাচলের বাইরে লেখা পড়া করতে আসতে থাকে। আসামের ডিগবয়, ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, গোহাটি, কোলকাতা এমনকি দিল্লী বোম্বেও পড়তে যাচ্ছে। অনেক কষ্ট স্বীকার করে মা বাবারা ছেলেমেয়েদের অরুনাচলের বাইরে পড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে।

বঁচে থাকার সংগ্রাম আর গড়ে উঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে অরুনাচলের ভাই বোনেরা। ভাগ্যের নির্মম ইতিহাসকে দোষারোপ না করে নিচুপ লড়াই করছে। প্রশাসনের রক্ত চক্ষুকে আমল না দিয়ে, স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে সরাসরি কোন সংঘাতে না গিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার প্রতীক্ষা আর ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে আত্মা পরিশ্রম করে যাচ্ছে। ঐশ্বর্য নিয়ে সামনে এগিয়ে চলাই যেন লক্ষ্য। সেদিন যারা বড় পরং হয়ে এ রাজ্যে পারি জমিয়েছিল তারা কখনো কখনো স্বদেশ প্রেমে আকুল হয়ে উঠে। ভাগ্যকে ধিক্কার দেয়। দেশ কুলের আত্মীয়স্বজনদের কথা ভেবে কষ্ট পায় আর মন কাঁদে। কিন্তু দেশ কুলের কেও তো আর বড় পরগুণাদের কথা ভাবে না। সময়ের চাকা ঘুরছে তো ঘুরছেই। যদিও ১৯৯৬ সালে ভারতে সুপ্রীম কোর্ট চাকমা হাজংদের নাগরিকত্ব দেয়ার জন্য রায় দিয়েছে সে রায় কিন্তু অবহেলা করে যাচ্ছে অরুনাচল সরকার ডীং, বেড়েং কামলাং নদীর জল গড়াচ্ছে। ক্রমে সেদিনে সেই বয়স্করা ফুরিয়ে যাচ্ছে। বাড়ছে নতুন প্রজন্মের মানুষ। যাদের চিন্তা চেতনায় অরুনাচলের মাটি, জল, প্রকৃতি। দেশ কুল নিয়ে তাদের কোন টান থাকবেই বা কেন। কিন্তু এ বিষয়টা আমাদেরও ভাবতে হবে। ভাবতে হবে ত্রিপুরা, হিল চাদিগাও ও মিজোরামের চাকমা নেতৃবৃন্দ, ছাত্র, তথা উদীয়মান বুদ্ধিজীবী যুব সমাজকে। চাকমাদের সর্বত্র যে দুর্দশা, সবখানেই যে অত্যাচার উৎপীড়নের পরিস্থিতি চলছে তার জন্য কেবল অদৃষ্টকে দোষারোপ করলেই হবে না। সুখে শান্তিতে, শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রগতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এ যুগের নতুন প্রজন্মকে। যারা বদলে দিতে পারে গোটা সমাজটা। সেদিনের অপেক্ষায় আমরা দিন গুনছি।

Email: regaconnects@gmail.com



# শ্রো লোকসংগীত

সিংহায় শ্রো

শ্রো আদিবাসীদের লোকসংগীত অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই লোকসংগীতে তাদের সহজ-সরল মনের প্রকাশ পায়। এই লোকসংগীতে শাস্ত্রীয় সংগীতের মতো জটিলতা নেই, সুরের বক্রগতি নেই। আছে শুধু এক সহজ-সরল আবেদন। পাহাড় পর্বতে, আকাশে ও বাতাসে তাদের সংগীতের সুর প্রকৃতির সংগে মিশে এক হয়ে যায়। আসলেই সংগীত এমন এক ধরনের আবেদন, সেখানে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-ভালবাসা, বিরহ-বেদনা ও সুখ-দুঃখের কাহিনী বিধৃত। সংগীত তাই মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শ্রোদের লোকসংগীত অত্যন্ত প্রাচীন সংগীত, এই সংগীত শ্রোদের সামাজিক জীবনে সুখ, দুঃখ, অতীত ও বর্তমানের কর্মকাণ্ডকে উপজীব্য করে রচিত হয়েছে। তবে এখানে দেখা যায় যে, বহু সংগীতের কোন লেখকের সন্ধান মেলেনি। কোন কোন গান আখ্যানভিত্তিক, হৃদয়ময় এবং সুকোমল সুরবিন্যাসে গাওয়া। এই ধরনের সংগীত প্রাচীন সুরের বহমান। এই সংগীতে আছে সবুজ অরণ্যের পাখির ডাক, ঝর্ণার কলোঞ্চনি ও প্রকৃতির নিবিড় প্রানের ছোঁয়া। তাদের সুখ-দুঃখ, বিরহ-ব্যথা, হাসি-কান্না, প্রেম ভালবাসা, শিকারীর শৌর্য-বীর্য, জীবন-জীবিকা ও যুদ্ধ বিগ্রহের বীরত্ব গাথা শ্রোদের লোক সংগীতের মূল বিষয়বস্তু। অরণ্যক জীবন, প্রকৃতি অর্পিত হৃদয়ের অকপট আনন্দ ও অনির্দেশ বেদনা নিয়ে রচিত হয় শ্রো লোকসংগীত। তাই এই সংগীত সৃষ্টির মূলে রয়েছে অরণ্য প্রকৃতির নিবিড় মায়া অরণ্যক গ্রাম্য সমাজের সকল মানুষের মনের কথা, প্রাণের আর্তি, হৃদয়ের ভাষা ও ভালবাসা। আবার অনেক গান নৃত্যগীত পর্যায়ভুক্ত। বিভিন্ন পুজা-পার্বণ, আনন্দ উৎসব ও শোকের অনুষ্ঠানে এ সকল সংগীত পরিবেশিত হয়। শ্রো লোক সংগীতের মধ্যে অনেক ধরনের গান রয়েছে। তাল্লব মেং (পালা গান), সাংচিয়া মেং (গল্পের গান), পল্লংরাও মেং (ভালবাসার গান), নাউনক মেং (শিশুর ঘুম পাড়ানি গান) ইত্যাদি। এই লোকসংগীতের মূল বৈশিষ্ট্য হলো: অনুশীলনের কোন ব্যবস্থা নেই। স্বভাব দক্ষতাই হলো গায়কের বৈশিষ্ট্য। কেবল কানে শুনেই এ সংগীত লোকের মুখে মুখে প্রচলিত। এ সংগীতের বাণী গায়কের মুখে মুখে রচিত। তাই এ গানের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নেই। এ সংগীত অরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে অরন্যক সমাজে একান্তভাবে সম্পৃক্ত; বিচিত্র সামাজিক জীবনের বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এ সংগীত বৈচিত্র্যময়। এ সংগীত বিষয়, ভাব, রস আর সুরের

দিক দিয়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। শ্রোদের লোকগীতি অরণ্য প্রকৃতি নির্ভর। অরণ্য প্রকৃতির স্বরূপ ধরা পড়ে সেই সংগীতে।

শ্রোদের লোকসংগীত মূলত কবি গানের মতো। প্রতিটি গানই অতি দীর্ঘ হওয়ায় শ্রো লোকসংগীতকে মহাকব্যের মতোই মনে হয়। একবার শুরু হলে সহজে শেষ হয়না। এখানে ‘পল্লংরাও মেং’ লোকসংগীতটি ১৫-২০লাইনে লেখা হলেও শুধু মাত্র সংগীতের ভাবের সূচনাটি উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি শেষ হতে প্রায় ঘন্টা খানেক সময়ের প্রয়োজন হয়। এর কারণ শ্রো সমাজে প্রতিটি গানে একটা করে উপমা দিয়ে গাওয়া হয়। এখানে একটা ‘পল্লংরাও মেং’ (ভালবাসার গান) দেওয়া হলো। উল্লেখ্য যে, শ্রোদের গানের বিশেষত্ব হলো পুরুষ ও নারীরা আলাদা ভাব নিয়ে গান করে থাকেন। এখানে একজন নারীর গান অনুবাদ করা হয়েছে।

গানের কথাঃ

আলাহ্ লেলং দ্ ব্ আ

তিংথ রমো ওয়ার মাং পং ক্

আং খি এন থুমক্লাং খে দা ক্লাং য়ুংঙ

তিংথ রমো রমাং পংকই য়ুংসং প্রাং চাং

য়ুংসং প্রাং চার খে দ্ মেন অম্মা পা মাং পংপাং

খিমন থুমকই দক লে ঐ, খে দ্ ব্ আ ঐ।

অতুত ত্রু তুতলাং ফাক হনলে ক্লাং য়ুংঙ

অতুত ত্রু তুতলাং ফাক হনলে

ত্বুই তংলেং লে তংম্ হাই চক চকরাং অমপুং

ত্লে ক্লাং য়ুংঙ লে খিরাম অম পুংঙ

মিক্ লে খিমন রুমক্লাং কব্ য়াংঙ ঐ।

ক্লাং য়ুংঙ য়ং চপ্ আং কুনরাও দ্ চ্ লে

মিলু ত্ পেক নাং বুয়া ফুং কদ্ বা ঐ

অ্ চি চাংলং ক্ দ্ লে ফুং য়াংঙ।

শ্রো য়ৌয়েন য়ৌ ক পুম লে য়ং দ্লে

লেলাং রোয়া রোয়া সাক লক চ্মি

আং সাক চ্মি আংকু লেলাং খিদক লে ফুংক অ্

অ্চি চাংলং অ্ সাক চ্মি লাংকু লেলাং খি দ্ কলে।

ଚି ଟାଙ୍ଗା କୁଦ ବୁଆ ଫୁଟକଣ୍ଡ

ଘଟ ଖୁଦ୍ ଆଂ ତହିଁ ଧୁମନ୍ ଟାଙ୍ଗା ଖାଲି ଫୁଟୁ

ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଦଂଟା ଲୁମ୍ବକ ଟିଆଁ କ୍ରାନ୍ତୁ

ହାଟ୍ ଖାଁ କିଆଁ ମା ଆଁ ସାକ୍ ଅମରା ଓୟାହି ନ୍ ତାକଲେ ଫୁଟକ ଓୟ

କ୍ରାନ୍ତୁ ରି ରୋୟା କେଟିସି ବଂକମ୍ ପୂର୍ବେ ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ରୋଓ ଲାହି କ୍ବ

ଘାନ୍ତୁ ଖୁଦ୍ ଆଁ ସିଦ୍ ଖାଲି ପା ଲକ୍ ଟାଙ୍ଗା କଲେ ଫୁଟକ ଓୟ ଏ

ଫୁଟ ଖୁଲ୍ ଲେ ଏ ଆନ୍ଦ୍ ଯୁ କାଓଟା ପ୍ ଟିମ୍ବାଁ ଖାଁ ନ୍ଲେ

ଆନ୍ଧି କାଓ ଟା ପ୍ ଲାହିଲେ ଆନ୍ଦ୍ ଯୁ କାଓଟା ପ୍

ଟିମ୍ବାଁ ଖାନ୍ଦ୍ ଲେ ଆନ୍ଧି କାଓଟା ପ୍ ଦ୍ଲେ ଫୁଟକ ଓୟ ଏ

ଏନ ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା

ଯୁ ଲାବ୍ ସଂ କ୍ବଲେ, ଟି ଲୁଂ କ୍ବ କ୍ବ ଘଟ ।

ପାଦ୍ ଟି ଆଁ କାଓ ଟା ପ୍ ମି ଘାନ୍ତୁ

ଘାନ୍ତୁ ଲେ ଟାଙ୍ଗା ରେଟାଁ କନାଓ ଦିଂ ଖାହି

ପାମାଦ୍ ନାଓ ନ୍ ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା

ଆଁ ନାମ୍ ଟାଙ୍ଗା ନାମ୍ ଟାଙ୍ଗା ଅଂଟାଁ ଅଂଟାଁ ଅଂଟାଁ ଅଂଟାଁ

ଆଁନାମ୍ ପାତାଁ ନାମ୍ ନାମ୍ ଅଂ ରମ୍ବି ଟାଙ୍ଗା ଆଁନାମ୍ ଅଂଟାଁ ଟାଙ୍ଗା

ନାମ୍ ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା

ଆଁ ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଦି ଆଁ ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଦି କ୍ବ

ଆଁନାମ୍ ତାତ୍ ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା

ଆଁନାମ୍ ତାତ୍ ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା

ଆଁନାମ୍ ତାତ୍ ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା

ଆଁନାମ୍ ତାତ୍ ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା

ଆଁନାମ୍ ତାତ୍ ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା

ଆଁନାମ୍ ତାତ୍ ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା

ଆଁନାମ୍ ତାତ୍ ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା

ଆଁନାମ୍ ତାତ୍ ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା

ଆଁନାମ୍ ତାତ୍ ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗା

বাংলার অনুবাদঃ

দুর্গম প্রান্তর পেরিয়ে এসেছিলে গুণো প্রিয়তম  
নীল জোৎস্নায় গভীর অন্ধকার রাত বিরাতে  
আমি তোমার রূপ ও সাহস দেখে মুগ্ধ হয়েছি  
গভীর রাতের নিস্তব্ধ প্রকৃতিকে হার মানিয়েছে।  
যখন দেখছি প্রিয়তম অপরূপ বাহর বাঁধন  
পরিভূষিত হয় আমার স্বপ্নখড়া অন্তপুর  
প্রিয়তমকে দেখি না যখন হৃদয় করে আনচান।

স্রোতস্বীণি ভাটির থেকে ও-প্রিয়তম  
মৃদু বাতাস বয়ে চলে হৃদয় নগরে  
প্রিয়তম সুবর্ণ আমার স্বপ্নচারি তুমি  
আজ দু'চোখ ভরে তোমায় দেখবো আমি।  
হে সুবর্ণ প্রিয়তম, আমার মনের কোন অভিমান নেই  
এ সুন্দর আনন্দময় ভূবনে গুণো প্রিয়তম  
আমাদের প্রেম-ভালোবাসা কি  
খেতের সাদা রসুনের কোয়া-এর মতো  
একাত্ত দু'টি হৃদয় পৃথক হবে না তো কোনদিন?  
আমি কি কোনদিনও তোমায় দেখা পাব না?  
জানি, এক হৃদয়ে গড়া আমাদের প্রেম কোনদিনও আলাদা হবে না।

প্রিয়তম আমাদের ভালোবাসা হলো  
আমার সাধনার একটি পবিত্র প্রেম  
কাঠের সাঁকুর মতো পা পিছলে যেমন পড়ে যায়  
তেমনি তুমি আমার প্রেমের সাঁকু থেকে পিছলে পড়িও না  
সবুজ পুঁতিমালা বাহু বাঁধনে ভালোবাসা উঠু হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে  
আমার চিন্তা শেষ নেই একমাত্র প্রিয়তম প্রেমের জন্য।

প্রিয়তম আমি তো জনম দুঃখী এক কপাল পোড়া  
কপালে কি লেখা আছে, বারবার শঙ্কিত হয় মন  
আমি আঁচ করতে পেরছি কপালের লিখন, গুণো প্রিয়তম

বনের শকুন পাখি পাখায় মাথায় রেখে গণনা করেছে  
পাখার নীচে গণনার ফল কি হবে বলে,  
কোন মরা পত্বর খাবার মিলবে কিনা।  
সেভাবে আমিও গণনা করি সর্বক্ষণ  
আমার কোন অশুভ সংকেত আমি দেখিনি প্রিয়তম।

মা যখন আমায় জন্ম দিয়েছে এই সুন্দর ভূবনে  
দরিদ্র পিতৃকুলে জন্ম নিয়েছিলাম তখন আমি  
সেজন্য মনে হয় আমার ভাগ্যে প্রেম-ভালোবাসা জুটেনি।  
আমার রক্তের সাথে হয়তো প্রিয়তমের রক্ত মিলবে না  
তারপরও আমি আমার প্রিয়তমের সাথে প্রেম করবো  
নানা রঙের ফুল বাগানে যেমনি বাছাই করে ফুল তোলা হয়  
তেমনি আমাকে অন্যের কাছ থেকে বেছে নিওনা ওগো প্রিয়তম  
মাঝে মাঝে প্রিয়তম যেন আমায় পাশ কেটে চলে যায়  
প্রিয়তম অমন নিষ্ঠুর হয়ো না কখনো।

জানি হয়তো এই ভূবনে আজীবন অতৃপ্ত হয়ে থাকতে হবে  
প্রিয়তমকে পাবার সৌভাগ্য হবে না কোনোদিন  
এই পৃথিবীতে ওগো প্রিয়তম আমার।

এই লোকসংগীত পরিবেশনের জন্য কিছু লোকবাদ্যযন্ত্র প্রয়োজন। এই লোক  
বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রিংনা পুন্ড্রং(কলেরা বাঁশি),পুরই (বাঁশের বাঁশি),তিংতেংও ত্র  
(বেহালা)বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বাদ্যযন্ত্র বাজানোর জন্য তিনজন বাদ্যযন্ত্র  
শিল্পী প্রয়োজন হয়।

১. রিনা পুন্ড্রং (কলেরা বাঁশি): এই বাঁশি শুধু গানের আসরে বাজানো হয়। এই বাঁশি  
আবিষ্কার নিয়ে একটি কিংবদন্তি কাহিনি রয়েছে। শ্রো সমাজে আদিকালে রিনা পুন্ড্রং  
প্রচলন ছিলোনা। তিংতে এবং ত্র(বেহালা) দিয়ে তখন গান পরিবেশন করা হতো।  
প্রবীনদের বিস্তৃত বচন থেকে জানা যায় যে, ১৯৪৫সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে  
শ্রো অধ্যুষিত অঞ্চলে কলেরা মহামারী প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। তখন বহু শ্রো কলেরা  
রোগে মারা যায়। সেই সময়ে রিংক্রাং নামে এক শ্রো যুবকও কলেরা রোগে আক্রান্ত  
হয়ে মারা যায়। রিংক্রাং-এর মৃতদেহ সৎকারের জন্য শশ্মানে নিয়ে যাওয়ার পথে সে  
আলৌকিকভাবে পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে। পুনর্জীবন ফিরে পেয়ে রিংক্রাং তার বেঁচে  
ওঠার কাহিনি সকলের সামনে এভাবে বর্ণনা করলো: “আমি যখন মৃত্যুবরণ

করেছিলাম তখন সবকিছু যেনো স্বপ্নের মতো মনে হয়েছে। আমি সমুদ্র পাড়ে একা একা দাঁড়িয়ে কারো অক্ষায় ছিলাম। তাকিয়ে দেখলাম আশে পাশে কোন মানুষ নেই। তারপর হঠাৎ দেখতে পেলাম দূর থেকে একটি জাহাজ আমার দিকে ছুটে আসলো। নিকটে গিয়ে দেখি, জাহাজের ভেতর অনেক লোক। বয়সে সবাই তারা আমার সমবয়সী তরুণ-তরুণী। সবার পড়নের পোশাক ছিলো সাদা রঙের। কেউ গান গাচ্ছে, কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে, কেউবা আবার হাসি-ঠাট্টা করছে। এক ব্যক্তি আমাকে তাদের জাহাজে উঠিয়ে নিলো এবং সে আমাকে এক প্রকার বাঁশি দিলো। আর বাঁশিটা কিভাবে বাজাতে হয় তাও সে আমাকে শিখিয়ে দিলো। অজুদ সেই বাঁশির সুর। যার সাথে জীবনে কোন দিন আমার পরিচয় হয়নি সে এই অজুদ বাঁশিটি আমাকে দিলো। আমি গুর কাছে বাঁশি বাজানো শিখে ফেললাম। জাহাজের ভেতর এতই লোক ছিলো যে, যৎসামান্য বসার স্থান বন্দোবস্ত করার কোন জো ছিলোনা। তবু জাহাজের পাতাটনকে আঁকড়ে ধরে বসেছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আমার পা ফসকে গিয়ে পড়ে গেলাম অথৈ সমুদ্রের জলে। মনে হলো যেনো ঘুম থেকে জেগে উঠছি। আমি চোখ খুলতেই দেখি আপনারা আমাকে শশানে নিয়ে যাচ্ছেন।” রিংক্রাং-এর সমস্ত কথা সবাই অবাক বিন্ময়ে শুনলো। জীবনে ফিরে পাওয়ায় রিংক্রাংকে আর দাহ করা হলোনা। বাড়ি ফিরে এসে রিংক্রাং স্বপ্নে জাহাজের ভেতর পাওয়া সেই অজুদ বাঁশিটি তৈরি করে ফেললো। এজন্যই এ বাঁশির নাম ‘রিনা পল্লুং’ অর্থাৎ কলেরা বাঁশি। রিনা অর্থ-কলেরা আর পল্লুং অর্থ-বাঁশি। এই বাঁশি শুধু গানের আসরে বাজানো হয় আর আনন্দ-ঘন মুহূর্তে যুবক-যুবতীরা এ বাঁশি বাজায়।

২. পুরুইঃ পুরুই হলো বাঁশের বাঁশি। ডলু বাঁশের লম্বা নলে এক প্রান্তে চার আঙ্গুলের ব্যবধান রেখে একটি ছিদ্র করা হয়। এই ছিদ্রের বরাবর বাঁশের নলীর ভিতর মৌমাছির মোম দিয়ে আটকানো হয়। এরপর এই ছিদ্র থেকে আবার ৫ আঙ্গুল ব্যবধান রেখে দুই আঙ্গুল পর পর ছয়টি ছিদ্র রাখা হয়, যাতে বাঁশির সুরের স্বরলিপি তোলা যায়। এই বাঁশি গানের আসরে রিনা পল্লুং-এর সাথে বাজানো হয়।

৩. তিংতেংঃ এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। মিটিঙ্গ্যা বাঁশকে দুইপ্রান্তে গিড়া রেখে ঠিক মাঝখানে একটি দুই ইঞ্চি গর্তাকারে কেটে নেওয়া হয়। তারপর গর্তের দুই পাশে কঞ্চি ধারালো ছুড়ি দ্বারা মস্নভাবে কেটে ‘তার’ সদৃশ ছয়টি ‘তার’ তৈরি করা হয়। গান পরিবেশনের সময় রিনা পল্লুং-এর সাথে তিংতেং বাজানো হয়।

৪. ঙ্র: ঙ্র মানে বেহালা। এই বেলা বানানো হয় কাঠ ও গুইসাপের চামড়া দিয়ে। প্রথমে লম্বা ৬ ইঞ্চি এবং বেসার্ধ ১৮ ইঞ্চি এক টুকরো গামারি গাছ কেটে নিতে হবে। এরপর এই কাঠের টুকরোকে অর্ধভাঙ্গা নারকেল খোলের মতো বাটালি দিয়ে গর্ত খোদাই করতে হয়। তারপর খোলাস্থানে ঢুলের মতো গুইসাপের চামড়া আটকিয়ে বন্ধ করা হয়। এরপর কাঠের দন্ডকে মসৃণভাবে ছেঁচে এক প্রান্তে মোরগের মাথা, ধনেরশ পাখির মাথা এবং ভীমরাজ পাখির মাথা তৈরি করে ওই গুইসাপের চামড়া দ্বারা বন্ধ করে খোদাই করা কাঠের গুড়ির সাথে ফিটিং করতে হয়। এরপর দু'টি পিতল বা তামার তার টানিয়ে দেওয়া হয়। বাজানোর জন্য ধনুকের মতো বেত টানানো এক ধরনের কাঠি তৈরি করা হয়। তারের উপর এই বেত ঘর্ষন দিয়ে টানলে বেহালার মতো শব্দ সৃষ্টি হয়। এই ঙ্র বাদ্যযন্ত্র গানের আসরে বাজানো হয়। ঙ্র বিশেষ করে যুবকরা যুবতীদের আকৃষ্ট করার জন্য বাজিয়ে থাকে। ঙ্র-এর সুর শুনলে সবাই আনন্দে মাতাল হয়ে উঠে। জোৎস্না রাতে রিনাপসুং বাশির সাথে যখন যুবকরা ঙ্র বাজায় তখন অনেক যুবক-যুবতী এক সাথে জড়ো হয়ে যায়।

আমার স্ত্রী বহুদিন যাবৎ ব্যথা বেদনা রোগে কষ্ট ভোগ করতেছে। তাই ২০১৩ ইং অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে রাংগামাটি ট্রাইবেল আদাম নিবাসী ভাইপুত নিতীশকে মোবাইল ফোন জ্ঞানতে চেয়েছিলাম ব্যথা বেদনা রোগের এক অভিজ্ঞ ডাক্তারের নাম করে যেন তার কাছ থেকে চিকিৎসা করতে পারি। নিতীশের দ্ব্যর্থ সুচরিতা চাকমা রাংগামাটি সদর হাসপাতালে চাকুরী করে বিধায় সে অনেক ডাক্তারের সাথে পরিচিতি লাভ করেছিল। নিতীশ ডাক্তারের নাম উল্লেখ না করে স্বামী-স্ত্রী আমাদেরকে তাদের বাড়িতে যেতে আহ্বান করে। এমতাবস্থায় ১লা নভেম্বর ২০১২ইং আমরা উভয়ে বনযোগীছড়া থেকে লঞ্চ যোগে রাংগামাটি ট্রাইবেল আদাম নিতীশদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে সময় নিতীশ এবং তার স্ত্রী সুচরিতা বাড়িতে ছিলনা। যেহেতু তারা উভয়ে চাকুরীজীবী বিধায় নিজ নিজ কার্যালয়ে গমন করেছিল। সেজন্য আমার তাদের বাড়ীতে নিচের তলায় বসবাসকারী তার বড়ভাই বিমলকান্তি চাকমা (প্রাবনবাবু,যিনি বিশিষ্ট লেখক সুগম চাকমা বর্তমানে মেরিন ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত অবস্থায় সিঙ্গাপুরে অবস্থান করতেছে। তারই পিতার বাড়ীতে অবস্থান করে দুপুরের খাবার খেয়ে অনেকগুলি বিশ্রাম করেছিলাম। বিকেল বেলায় অফিস ছুটির পর নিতীশ এবং তার স্ত্রী বাড়িতে চলে আসে। এতে আমরা উপরে দ্বিতীয় তলায় তাদের বাসস্থানে গমন করি। এমতাবস্থায় তাদের সাথে কুশল বিনিময় করে রোগ সম্পর্কে অবহিত করি। এতে তারা উভয়ে পরামর্শ করে তাদের বাড়ির পার্শ্ববর্তী আশীষ তঞ্চঙ্গ্যা ডাক্তারের নিকট চিকিৎসা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

তিনি রাইংখ্যং বিলাইছড়ি হাসপাতালে কর্মরত আছেন। প্রত্যেক সপ্তাহে বিকেল বেলায় রাংগামাটিতে নিজ বাড়িতে চলে আসেন। সেদিনই রাত্রে কয়েক ঘন্টা অবধি এবং শুক্রবার সকাল বিকাল ও রাত কিছুক্ষণ পর্যন্ত রোগী চিকিৎসা করে শনিবার সকালে আবার বিলাইছড়ি গমন করেন। তার রোগীর সাথে সাক্ষাৎ করার (চেয়ার) সঠিক চিকিৎসা বনরুপা পুরানো শ্যাডরনের উপর তলায়। শুক্রবার সকাল বিকাল রোগীর সমাগম অত্যধিক বিধায় সেদিনই (বৃহস্পতিবার) রাত্রে ডাক্তারের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আমাদেরকে অবহিত করে। তাই সন্ধ্যা আগত সময়ে নিচ তলায় অবস্থানরত পরান্টো নামে এক এস,এস,সি পরীক্ষার্থী ছাত্রকে নিতীশ আহ্বান করে আমাদের জন্য একখানা টেক্সি আনতে বনরুপায় পাঠিয়ে দেয়। এদিকে সুচরিতা



ডাক্তার আশীষ তৎক্ষণ্যাকে আমাদের আগমন সম্পর্কে মোবাইল ফোনে অবহিত করে যাহাতে আমরা তার সাথে সহজে সাক্ষাৎ করতে পারি। প্রায় আধঘণ্টার পর পরান্টো একখানা টেক্সি নিয়ে এসে তাকে ও আমাদের সাথে নিয়ে বনরুপা পুরানো স্যাভরনে গিয়েছিলাম যেখানে গিয়ে একজন লোক আমাদের কাছে এসে জ্ঞানতে চেয়েছিল সুচরিতা মোবাইল ফোনে জ্ঞাত করে করার সেই দুইজন বৃদ্ধ লোক কিনা, আমি সম্মতি জানালাম বলে সে একটু অপেক্ষা করেন ভিতরে একজন রোগী আছে। এতে আমরা বারান্দায় চেয়ারে উপবেশন করে প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষায় ছিলাম। কিছুক্ষণ পর একজন রোগী কামরার বাহিরে এসে আমাদের দুইজনকে ডাক্তারের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়।

প্রবেশের পর আশীষ ডাক্তার রোগ সম্পর্কে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করার পর যত্ন দিয়ে বুকে পিঠে কোমরে পরীক্ষা করে একখানা ব্যবস্থাপনাপত্র দিয়ে বাহিরে সে ডাক্তারের নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে করে ২০০/-দুইশত টাকা প্রদান করে সেখান থেকে চলে আমি বনরুপা চৌমুহনি প্রদীপ ফার্মেসী হতে ঔষধগুলি ক্রয় করে যথাস্থানে নিতীশদের বাড়িতে চলে আসি। সেখানে রাত্রি যাপন করে সকালে টিফিনের খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার সময় পরান্টো আমাদের জন্য একখানা টেক্সি বনরুপা থেকে নিয়ে আসে। তাই আমরা সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রিজার্ভ বাজার এসে আমাদের বনযোগীছড়াগামী স্পীড বোটে বিকেল বেলায় বাড়িতে এসেছিলাম। বাড়িতে আমার পরে নিয়মিত ভাবে ঔষধ প্রয়োগ করে ব্যবস্থাপনা পত্রে লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী ১৫ ইং নভেম্বর ২০১২ ইং সনে ডাক্তারের সাথে সাক্ষাৎ করতে আবার রাংগামাটি গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে জ্ঞানতে পারিয়ে ডাক্তার ঢাকায় গিয়েছিলেন, কবে ফিরবেন তাও জানা ছিলনা। তাই সেখান থেকে ফিরে আসতেই আমার স্ত্রী তার চক্ষু পরীক্ষা করার আশ্রয় প্রকাশ করে। তাই কনিষ্ক ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে তাকে চক্ষু চিকিৎসা সম্পর্কে বলায় বিভিন্নভাবে চক্ষু পরীক্ষা করে বলেন যে, অস্ত্রপাচার ছাড়া ঔষধ প্রয়োগে দৃষ্টি ফিরে আসবেনা। তাই অস্ত্রপাচার তারিখ জ্ঞানতে চাইলে তিনি মোবাইল ফোনে চট্টগ্রামে অবস্থানরত তাহার এক সহকারী চক্ষু চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করে আমাদেরকে ১ মাস পরে আমার তার সাথে সাক্ষাৎ করতে বলেছিলেন। এতে আমরা বাড়িতে ফিরে আসি। বাড়িতে এসে আমার স্ত্রী কোমরের ব্যথা বাদ দিয়ে চক্ষু চিকিৎসা করার আশ্রয়ে যথাক্রমে ২২শে ডিসেম্বর ২০১২ইং রাংগামাটি বনরুপা গিয়ে কনিষ্ক ডাক্তারের সাথে সাক্ষাৎ করে পরের দিন চক্ষু অস্ত্রপাচার ফি বাবদ ৪০০০/- (চার হাজার) টাকা লদান

করি। এরপর আমরা জ্ঞানেন্দ্র লাল চাকমার মেয়ে মৌসুমীকে আমার জ্বর সেবাস্বত্বসা করার জন্য চম্পক নগর তাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম জ্ঞানেন্দ্র লাল আমার জ্বর ছোট ভাই মৌসুমী এইচ,এস,সি ১ম বর্ষ ছাত্রী,প্রতিদিন সকাল বিকাল প্রাইভেট পড়তে হয়, বিধায় তার সাহায্য পেতে বঞ্চিত হই। তাই আমরা সেখান থেকে খাওয়া দাওয়া করে বনরুপা রতনের বাড়িতে চলে আসি। রতন আমার জ্বর বড় ভাইয়ের ছেলে। সে ঢাকায় চাকুরী করে। তার সাথে থাকে তার ছেলে চমক, এইচ,এস,সি শিক্ষার্থী। রাংগামাটি বনরুপা বাড়িতে রতনের জ্বরী স্নেহ প্রভার মেয়ে এইচ,এস,সি ছাত্রী শ্রাবস্তী দুইজন একসাথে থাকে। স্নেহপ্রভার সাথে কুশল বিনিময়ে পাশাপাশি চক্ষু অস্ত্রপাচার করার মৌসুমীকে কাজে সাহায্যার্থে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি জেনে স্নেহপ্রভা আমাদের যেকোন কাজে সাহায্য করতে সম্মতি জ্ঞাপন করে। সে তেজ্জ কেরানী পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা।

তাদের বাড়ির পাশে রতনের ভগ্নি ইতি চাকমা। সেও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষিকা। সেও তার পিসিমার সেবাস্বত্বসা করার জন্যে এগিয়ে আসতে সম্মতি জানায়। এত আমি অত্যন্ত খুশী হয়ে তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে কনিষ্ক ডাক্তারের সাথে সাক্ষাৎ করতে তার চেম্বারে গিয়েছিলাম। রোগীর যেসব করণীয় সেসব আমাকে অবহিত করে আমি আবার রতনের বাড়িতে ফিরে আসি। তাদের বাড়িতে রাত্রি যাপন করে সকালে টিফিন খেয়ে স্নেহপ্রভাসহ আমরা স্বামী-স্ত্রী তিন জন কনিষ্ক ডাক্তারের বাড়িতে নিচের তলায় চক্ষু অস্ত্রপাচার করা ১০/১২ জন রোগী তার বাড়ির এক একটা সীট দখল করি। এদের ছাড়া দুইজন এবং আমার জ্বরী তিনজনের সীট সংকুলান না হওয়ায় আমরা বাহিরে বসে ডাক্তারের অপেক্ষায় ছিলাম। প্রায় আধ ঘন্টার পর কনিষ্ক ডাক্তার এসে অতিরিক্ত তিনজন রোগীর জন্য অন্য সীটের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি চট্টগ্রামে অবস্থানরত তাহার সহকর্মী ডাক্তারকে মোবাইল করে যোগাযোগ করেন। কিছুক্ষণের মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে ডাক্তার এসে ত্রৈমিক নং অনুযায়ী অস্ত্রপাচার শুরু করেন। এইভাবে নয় জনের পর আমার জ্বরী চক্ষু অস্ত্রাচার করা হয়। সন্ধ্যা পর অস্ত্রপাচার কার্যক্রম সমাপ্তির পর চট্টগ্রাম থেকে আগত তার গন্তব্য স্থানে গমন করেন। এরপর প্রত্যেক রোগীদের আত্মীয় স্বজন রোগীদের সেবা সুত্বস্বসার কাজে ব্যস্ত হয়। স্নেহপ্রভা তাদের বাড়িতে গিয়ে ঘন্টা খানেক পর ইতি আর স্নেহ আমাদের জন্য খাবার এনে কিছুক্ষণ কুশল বিনিময় করার পর তারা আবার চলে যায়। এইভাবে ৩ রাত ২ দিন তাহারা আমাদের পরিচর্যার কাজে নিয়োজিত ছিল। এরপর অর্থাৎ তৃতীয় দিন সকল

রোগীদের চক্ষু বাধন খুলে দিয়ে নিজ নিজ বাড়িতে যাবার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। তবে যাদের বাড়ি অতিরিক্ত দূরে তারা আত্মীয়ের বাড়িতে অথবা হোটেলে অবস্থান করে পরদিন আবার চোখ পরীক্ষা করার পর যে যার বাড়িতে চলে যায়।

ডাক্তারের নির্দেশ মোতাবেক আমরা স্নেহপ্রভাবে বাড়িতে এসে ৫দিন অবস্থান করতে বাধ্য হই। ৫ দিন পর ডাক্তারের পথে সাক্ষাৎ করে রোগীনির চক্ষু পরীক্ষা করে নতুন কিছু ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা পত্র ও ২৫ দিন বা একমাস পরে তার সাথে সাক্ষাৎ করার নির্দেশ দিয়ে কনিষ্ঠ ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা, সেদিনই আমরা বাড়িতে চলে আসি। বাড়িতে এসে ঔষধগুলি সঠিক ভাবে প্রয়োগ করে আবার ২১-০১-২০১৩ইং আমরা স্বামী-স্ত্রী রাংগামাটি বনরূপা কনিষ্ঠ ডাক্তারের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। সাক্ষাতে বলেন যে, ঔষধ প্রয়োগ না করে কয়েকটি নিয়ম পালন করার নির্দেশ প্রদানের তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বনরূপা বাজারের দিকে চলে যাবার সময় একজন পরিচিত ব্যক্তির সাথে কথা বলতেই পিছন দিক থেকে আমার স্ত্রী আমাকে ঠেলে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে যেতে বলেছিল, যেহেতু আমাদের পিছু পিছু নাকি একটি হাতি আসতেছে। পিছন দিকে ফিরে দেখি একটি হাতি আমাদের দিকে আসতেছে। ২ দিকে অনেক লোক দন্ডায়ন অবস্থায় রয়েছে। হাতির পিঠে রয়েছে তার রক্ষক (মাহুত) বসা অবস্থায় পাশে লোকেরা কেউ দশ টাকার বা কেউ বিশ টাকার একখানা নোট হাতিকে প্রদান করতেছে। হাতি তার শুড় দিয়ে টাকা গ্রহণ করে পিঠে অবস্থানরত তার রক্ষককে প্রদান করে আসতেই আমিও একখানা দশ টাকার নোট প্রদান করীর মাধ্যম দিতেই তার শুড় তুলিয়ে দেয়, মনে হয় আশীর্বাদ করতেছে। এইভাবে আমার কাছে আসতেই আমিও একখানা দশ টাকার নোট প্রদান করি। নোটখানা তার রক্ষককে দিয়ে অন্যান্যদের মত আমাকেও আশীর্বাদ করে। এরপর আমরা স্নেহপ্রভাদের বাড়িতে খাবার খেয়ে বিকেল বেলায় বাড়িতে চলে আসি। বাড়িতে আমার ২০/২৫ দিন পর জ্ঞানতে পারি যে, বাংলাদেশ আদিবাসী কবি পরিষদ ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম পার্বত্য চট্টগ্রাম “ক” অঞ্চল রাংগামাটি পার্বত্য জেলা কর্তৃক আমাকে সনদপত্র প্রদান ও সম্মাননা ফ্রেস্ট ও চাদর প্রদান করার্থে ২১শে ফেব্রুয়ারী/২০১৩ইং সনে রাংগামাটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক কার্যালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান করা হয়।

পরিতাপের বিষয় যে সময় অসুস্থতার কারণে যথা সময়ে সেখানে উপস্থিত থাকতে পারিনি। তবে সেদিন আমার পক্ষ হয়ে বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যাণ

সমিতির সদস্য ও বিশিষ্ট লেখক এবং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নির্মল বাবু গ্রহন করত: বনযোগীছড়া এসে আমাকে প্রদান করেন।

পরিশেষে আমি আমার ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি যে এই গল্পে বর্ণনা করেছি, সেগুলি আমি কোনদিন কল্পনা করতে পারিনি। প্রথমত: আমার জ্বী চক্ষু অন্ধপাচার করা এবং তাকে সেবাশ্রম করার জন্য স্নেহপ্রভা এবং ইতি চাকমাকে পাশে পাবো ভাবতেও পারিনি। তাছাড়া বাস্তবে সে একটা হাতি কর্তৃক আশীবাদ প্রাপ্ত হয়ে সম্মাননা পেয়েছি এসব ছিল আমার সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। তাই এই গল্পটির নামকরণ করেছি “অকল্পনীয়”।

## ইয়ান কেয়ান তামঝা

শিশির চাকমা

তিরোজি মন কজমা অজ্জার রিবেঙত  
অনসুর দোয্যর দিককাবুলো তুবোল গুজুরি এযে  
রিবেঙ ভাঙানার ঈজিরেই,  
মন কানে,চোষ ভিজি উধে নিরেলৈ  
ইঙসের আগুন জ্বলি উধে দোয্যর দিঘোল পারত  
শামুক সিলোন কাঙারা গা রন্ধেত লরি চরি উদোন ।

চোষ যিন্দি তাক চায়  
চেরোমিক্কে রেজ্যজুরি কানানির থেক গুমোরনি,  
মানুচ আহরানার বুগ ফাশে চিত পুরানা  
অনসুর বুগোত ন' আহ্শে দিঘোল দিঘোল বনিজেচ আহ্শুর কাহ্রে

ইঙসের উম আহ্ৰা সদচ্যা অধ' চায়,  
কায় ঘনেবার চেলৈ ইঙসের বারোজ উরোঙ তুলৈ  
রেজ্যেয়গা ইঙসের আগুন জ্বলি উধে ঝবাদত ।

ধিবে চোক্কাই বানা চেই থানা  
ওখার বলবলা ইঙসের খারা  
চিঙ কলজ্যা তাককেত উযন্যা উধিদ মাগে ঝিমিদোত ।

ইয়ান কেয়ান খারা,কেয়ান তামঝা  
উঘুরি উধোঙ দোয্যর তুবোলর গুজুরনি র'শনি,  
চোক্কা মরি এযন ইঙসের পলাপলি খারা দেঘি  
রেজ্যের নিমোন কানানা আ'চোষ'পানি ঝরে নিরেলৈ ।

## বনভাস্তেনাঙে

বারেন্দ্র লাল চাকমা

ও রবীন্দ্র তুই কুন্তন এলে  
মুরোধনা আদামত তুই জর্মেলে  
পূণ্যভূদি লগে গড়ি তুইদ আনিলে ।  
মুক্তবস্ত্র সুদ্ধবাস শুদ্ধমনে বনবাস  
ঝারজঙলে বার বঝর লাড়েই গল্পে  
মারর লগে ।

বনজঙলে সাধন গুচ্চশবিলি  
সাধনান্দ নাং ফিরেলে  
আ-বনে বনে এলে কিনেয়  
চিন-ন'ইকে বেগে বনভাস্তে নাঙে ।  
চাগিলোয়স চারিসত্য অষ্টমার্গ  
বুদ্ধগুণর যা আগে পরমসত্য  
নীতি ধর্ম ।  
বুগতবানি লগে গড়ি বার অহুলে  
সেই সত্যগুণর ধগে ধগে  
বেকুনরে একুই ধগে বুঝেলে  
শুশু ধন নয় সুদ্ধধন যিয়ান কয় বুদ্ধধন  
যুনি পালে'লে সেই সুদমে  
এ কালে ও কালে জনম জনম সুগদে  
শ্রদ্ধা বিশ্বাস যে গড়ে  
আপদ বিপদ নেই গড়ি  
সব কিত্যেদি সুগদে  
বুদ্ধরে আ-বনভাস্তেরে  
নিত্য মনত যেগড়ে  
বুদ্ধ আ বনভাস্তের কথা  
শ্রদ্ধামনে যেইভাবে পালেলে  
থে'ব তা-লগে রক্ষ্যে তাবিত ওই  
বুদ্ধ ভগবানে ।

## পূগর আগাঝত

চন্দন চাকমা

জনম জনম পেবং সাতজনমই  
পূগর আগাঝত রং ছিদেয়া  
মোনো মাধাত বোই  
কোনাকুন্যা মুরো সেরে  
আগাব ধানত বোই ॥  
মুরোয় মুরোয় হও চাক  
বাদোল মারি যাস  
ধান ছরা চেধ গেলে  
রাঙা মুনি চাচ ॥  
পূগ কিত্যা রিঙি চেলে  
রানজুনির দাগ  
চিগোন দাপ্যা জাগাত  
ঝরঝরির ডাক ॥  
মোনে মোনে সনা মুরোত  
সাত রঙারই সাঝ ॥

## দুরপুদির পাচজনম

প্রগতি খীসা

দুরপুদিস্তন পাচছো নেক  
য্যান আহুধর পাঁচ আঙুল  
সিস্তন অর্জুনে ওয়্যা মধ্যে আঙুল ।  
পাল্যাগোরি এগ এগবঝর  
ইকুয়্যা নেক কোই সময়ান  
গোঙে দিদ' দুরপুদি ।  
এ পালাপালি সময়ান  
ঝানিষে নারদে  
এ'ল তে বেকুনর মানবলা  
কন'নেগে বেয়ার  
ন'এলাগ দুরপুদির উগুরে,  
কেয়্যা গোজেনী কোচপানা  
ঝিলেইছে' সমানে সমানে  
তা'শ্বোরী কুস্তি কোয়্যা  
পাচভেই পাচ আঙুল  
ফল ভাগ গোরি ক' পাচজনে  
সিয়ান মনুত রাঘেয়্যা  
গভীনত পরি দুরপুদি  
কিস্ত এগ এগজন  
মেগ'ঘরত যেবার আগেন্দী  
এঝর শেষ মাধান  
আশুনুত পরি

শুদ্ধ সাজ ওই উত্তো দুরপুদি  
ইয়েনর মেথান কী ?  
এ মেথান অল'দে  
দুরপুদি জনম লোয়্যা পাচবার  
আ'পাচ পাভব অহ্লাক  
পাচ হেনর সময় মানুজ  
ন' অহলে একান শরীরর  
পাচসান জীংকানি

## বিল্লো মরা কিশলয় চাকমা

বিল্লো মরা পানিত ন'ডুবে ।।  
যাত্যায় তার এধক কোচপানা  
ন'মানেদে কন'মানা  
তার পাথর পরান ন'ভাঙে ন'আঙে  
কণ'কুন্তয় ন'ভূগে ।।  
রাধামনে কোচপেয়্যাদে  
রাঙা চাঙা ধনপুদিরে  
তারার লুচ্য পরান ব্যেগ জানে কেঝান গরে  
ন' দ'মরণ কনলুভে ।।  
এচ্যা যারা বাজি আঘ'  
কোচপানাগান বর মাগ'  
তুমি সুগী অভা সুগে খেবা  
কোচ পেই-য'চুষে চুষে ।।



## দেব চোগ

আনন্দ মিত্র চাকমা

শঙ্খ,মাতামুহুর,কাজলং,সুবলং চেছেই মেয়োনী,  
কেয়ান আগন তারা ভেইলক তুমি রিঙি চেয়োনী ?  
দ্বিপারত কি হল? ঘণ্টদা,মিলি দিয়ে লাঘা ছারি পেই,  
দ্বিপার আঙিয়ার নেই আর নেই চিত জুড়োনি হেল ।  
করা ঝাঁক উড়ি এই,জুরি ললাক দোল দোল জাগানি  
খুদিলাক,ভোদেলাক,ছার খার গড়ি দিলাক দোল জিংকানি ।  
ও মর পরানর হিল চাদিগাঙ হাঙ্কনে কি অহ্ল' ত' বুগত্  
ছাড়খার হল জিংকানি সুগ আর ন দেলং এ যুগত ।  
সেকুজুক জিংকানি গঙিয়ার ভাবিনেই কূল নেই,  
দিন দিন ফারক হোর এক মা পের জাত ভেই ।  
কদক আলুলো,দুলুলো এল আমা দোল জিংকানি,  
রংচং এল বেগর,খুজি,খাজি আহ্জানী মাদনি ।  
জাত ভেই ফারক হ্লাক উদেভিদি মাদামাদি নেই,  
মুঝুঙো-মুঝুঙি বাদ্ ন'পারন কার কেয়া ছাবা ছেবা চেই ।  
কন দারুলোই এজ্ঞান অহ্ল' কন বৈদ্যেইয় দিল'ফুন,  
কন পেজালল্যা ত'বুঝানত্ ধরে দিল'এই যম আগুন ।  
সে আগুনত মুরে মুরে হিল চাদিগাঙ তুই ইকুনু আঙিয়ার  
সে লগে চেরকেত্যা আঙিয়ার গরীব দুকখ্যা জুম্মঘর ।  
দুলো ধখ্যা চামড়া বান্য একদল আগুন ত'বুগত্  
ইনজি রেঙে,রেঙে গিদে,আঘন তারা,রিঙিনেই,ত'ধষত ।  
চিদা তারা নেই একানো নিজ জুম্ম জাদ কুলতত্যা  
দুলো তারা ধরন বানা বর ভাকো পেবাত্যেয় ।  
এনজ্ঞান গোরি কি অভ'তুমি বেগে ভাবি চ'  
কি গোরির,কি গোরিবং,দেব'চোগে রিঙি চ'

# বাংলাদেজত আদিবাসী

নমদীশ চাকমা

বাংলাদেজত্ আমি আদিবাসী  
আদিবাসী দিবচ্চান,  
আমা জ্ঞাদ ভালেস্তান ।  
নাঙান ঙ্গি'যেয়ন সংসার জ্ঞাস্তুনে,  
মানি ন'পারন এ-দেজ কালাকাল পুঙ্কুনে ।  
নাঙান পেইন্যায়,কি অহন্তে,  
কন ভালেদি কাম্ ন'দেস্তে  
পিণ্ডিমিত্ মনান গমবলা মানুষ্ষুনে,  
তারা খবর পেয়ন্ বেঙ্কুনে ।  
নাঙান্ আগে কাম্ ত নেই,  
আদিবাসী ভালেদি কাম্ কিচ্ছু নেই ।  
আদিবাসী ইঝেবে পেদং চেলে,  
আমাত্তুন কাম গরা পরিব' জ্জদে পদে ।  
কালা জ্জন্তুনে দিদাক নয়,  
বলাজ্জুর ন'গল্যা অখ' নয় ।  
আন্দাজে পর কধা ন' ধজ্জা,  
ইংসা গরা গরি ন' গজ্জ ।

মনান মর গম নেই

সঞ্চয় চাকমা

লেদান্যা পখান, আহুওঝাত চেই চেই ন' থেবে  
কোচপানা নাকশা, তুই খই'ও সান ন' ফুদিবে  
মনান মর গম নেই ।

কেত্কেন্তে, কেত্ কেত্ গোৱি মনান কেজ্ঞান্যা ন' গোৱিবে  
ৱেইংখ্যং, মিধে মিধে বয়্যারত হ্চ ন' বাৱেবে  
মনান মর গম নেই ।

মোন মুরো, ঝর' নাল' সান আজাগোৱি মে ন' ভিজ্জেবে  
হেঙগরঙ, ত' ভন্ন ভালকদূরত মেলা মে ন' দিবে  
মনান মর গম নেই ।

পুনংচান, তুই এধক্যে আহুঝি আহুঝি চেই ন' থেবে  
গরানর জুনিবো, কল্পনার কথা ইখোত তুলি মে ন' দিবে  
মনান মর গম নেই  
গমথানা গম নয় ।

## সাম্রাজ্যবাদ'র চেঙেরা

উদয় শংকর চাঙমা

ভিআইপি বিমানে চড়ে আঘাজ পাদাল গঙে  
ফুলবাবু এল'নেয়ো নাদংসারা দেজত,বুক ফুলে কল'-  
ত'মানুচ্ছুন উবোচ আঘন  
প্রাকৃতিক সম্পদটানি এয'মাদি ভিদিরে  
মানুচ্ছুন অসুগে মন্তন  
জাদে জাদ উল্লো গন্তন  
চাণুরি বাণুরি নেই,আর কদ' কি!!

অঘা নেতায় উচ্ছো আম'গে টিঙত টিঙত গরে  
মনে মনে তলবিচ গরে-রেগচ্ছ্যক গোরি অইদ্য নাহ!!!  
যদপদে বল দিব' নি কন'?

ফুল বাবু মাধ তগায়-কি লাগিব'?  
ডলার?

মানুজ?

কল'না টেম টেম ফুদেদ্যে গাজ্জ কস্তা ?

অঘা নেতায় হুজিয়ে চোগ' ইজিরে বুজ দে-এ ।

এবার দেজ বিদেজ মিডিয়া মানুচ্ছুন এক লগে ডাগি

অঘা নেতায় ঘো-ও-ষ-ণা দে,দেজর মানজোন্তেই

এই দেজর কানায় ঘনায় শিল্পায়ণ,নগরায়ণ অর

এঙ্কু কধায়,দেজ জাদর ভালেদন্তেই

বিদেজন্তুন খেই ন' ফুরেয়ো,আহুধে পিয়ে ধন এযে ।

শুনি বেগর কদই না আহুধ তালি!!!

পঞ্চমে এযন ডলার

বর বর বাণিজ্যিক জাহাজ্জ

মুরে মুরে ভিন্দেয় অঘা জাদরে কোল বাজে দে-এ

জুন পহর  
কিকো দেওয়ান

জুন'পহর ওইনে মিঝি যেম তইদু  
পহর ওইনে বেল ওইনে থেম তইদু  
কি যে কোচ পাং তরে,  
ভিদেরে বারে বানা তুই।

মরে কোই যা কিচ্ছু; বেগ দোং তরে মুই।  
তুই আঘছ তুও নেই মর মনানত  
গোদা জিংকানীয়েনত তর ওইনে খেবার দে মরে  
মরে পুরি ন'ফেলেছ, দুগ গীত ন'গেজ  
মরে ফেলেই ন'যেস কন'দিন দুগ ন'দিজ।  
কন'দিন তরে ফেলেই ন'যেম  
তরে সারা এধক কোচপানা ন'পেম  
তরে আহ্নেবার ন'চাং মুই।

মেঘুল দেবা

রনেল চাকমা

গোদা দোল পিঁপ্তিমিয়েন  
কালা মেঘে ধাগি থয়  
হাক্কন পরে পানিত ভাবিব  
আমা দোল এ পিঁপ্তিমিয়েন ।

দেবা বর পহুন পানিয়েনি  
ভাৰেই নিব' আমা বেগ দুক্কানি  
নুও গোরি আমি সাঝিবং  
আমা বেগ জিংকানীনি ।

আমি পুরি ফেলেবংগোই  
আমা পুরন দুক্কানি  
মনত ন' তুলিবং কন' দুগ  
আহুৰেবার ন' চেবং কন' সুক্কানি

বারিজে কালর কথা

সুনাম দেওয়ান

বারিজে দিনত ঝর এযেদে  
সে ঝরত কথক মুই ভিঝিদুং  
থেকে বেজ গোরি ঝর দি দি  
সেকে মুই ঝব পানিয়েন আহুত লদুং ।

বারিজে লকে গোদা দিন্ন ঝর দি  
পদ ঘাদ বেজানি ভাৰি যাই  
এ বারিজেব দেগিলে মনত দুগ লাগিদ ।

বারিজে দিনেত দুগ অহুধ  
যেকেনে সমাজ্যালোই গপ-দি-ন' পেই  
সেকেনে বেজ গম ন' লাগিদ ।

ফিরি পেবার সাঙ

পাট টুরু টুরু চাঙমা

দেজ নেই মানুষউনর বরমাগানা কথা

সমাছে লগর মিধে কথা

মুরল্যা হিল চাদিগাঙ অর জাগানত

সিদু যেবার সাধ আমা জাদর মুলুকুন

কুল গোরি ন' পান্তন সিসুর

সেদাম একানা গোরি

মিধে গুলি ভাত খেবার চান অহুমা গোরি

আমা জাদর পিরে দছে রোগখানী

দোই য়োকই বেঝানী

সাঙসাজে অক আমা ভেই বোনুনর মনানী

সুগর দিনুন পিরি এস্তোক আমা সিদু

ফুল বিঝুলোই ভরি উধোক আমাই ইধু

রাধামন ধনপুদির কথা লোই ফুদি উধোক

আমা জাদ'র গম কামানী পহুর ফুদোক

পোতপোত্যো জুন পহুর এযোক

আমা বাবভেইউন জুম্ম জাদর চিত্তানি দরমর গস্তোক

আজল একযোধালোই কাম গোরিনেই ভালেদ অধোক

ফিরি এযোক আমা সুগর জীংকানী

গমে দিন কাদাদোক এই হিলচাদিগাঙানি ।

# মুই জুম্মো ছাত্ৰ

বিজ্ঞক চাকমা

মুই নাগ চেবেদাক চাম রাঙা  
অ্যালমুরো আর' ছৱারে নিনে যাংবানা  
মুই একপোলেচোগ ভুলুক চুলুক অং  
নিজ্ঞো ধণে নিজ্ঞো ভাসালোই কথা কং  
মুই টিগিথেনে এ পিছিমিত সেদাম দেগেম  
বিজ্ঞোগ আঘে মর আর' কদক মুই বিজ্ঞোগ বানেম  
মুই সেনস্তে দেবাপেরাগর গুৱং গাৱাং জিমিলানি  
ডাঙাযেয়ে সনহোলার বুগপাদেয়ে সোজানি  
মুই কালারাঙা ধুরি ন'বাচ্ছে জামুরো সাপ  
কানপাদেয়ে সনসনাশন বুদ্ধগো আভাস  
মুই হুবোত সিনেয়ে এককান ধার তাগল  
চাগালা বাজ্জবার মুত বিরিবার মর আঘে বল  
মুই জিন্দি যাং ওঝোৱে নেয়াং আর ফিচ্ছে ন'চাং  
যাদে তুলিলে মুই জুলি জুলি তাং  
মুই যেদক আত্মসাত বল ন' পরে  
সং ধোওপথ আর পহুৱ ন' লাগে  
মুই জাক্কো রেঙ শুনিলে টিগোই উজ্জেম  
উজ্ঞো ধুরিলেও বেগ ইয়োর গুৱি নেযেম  
মুই যেনস্তে কান্নেই গুৱিয়েৱ ফাজ্জিৱ ধুরি  
কথা ন'জানিয়ে ভুলোৱে দোং মুই যুত বিরি  
মুই লেগাসিগিয়েৱে কোচপেনে পেই বুগোত ধানং  
লেগাসিগিনে জাতবেচ্ছেৱে বুগসে লাডি মাৱং  
মুই চেঙে মেয়োনি কাজ্জলঙৱ পানি  
বোদোলে দিপাৱং চাগালাৱ জীংকানি  
মুই বোইযেক্কে দেবাকালো ভুজ্জোলৱ জলগানি নয়  
লোগধোক্কে লুদিগেচ্ছে সাওজ্জ মৱা নয়  
মুই ধোকদোক্কে আঙাৱা ছাত্ৰ সমাজ্জ  
চাদিগাও গুজ্জুৱেয়ে হেনেডো আভাজ্জ



মুই চোগমেলে মেলেবাদে মুরিয়েপারং  
 বরপদ রাঙালোদি সাজেই দিপারং  
 মুই পাঞ্জির ধুরি গোস্তোনাথদি আহুজি আহুজি খেইপারং  
 দুকেউনর দুগোর কথা তো পুরি ফেলেই ন'বারং  
 মুই রাঙাগুলিত পিটনয় বুগদি পারং  
 অ্যালভিদে জুমোঘর তো কাররে দিনবারং  
 মুই পেদত ভাদনেই রেতদিন ঝারে ঝারে আহুদিপারং  
 দুকেউনর বাজেদে পদ তো তোগেই যেই পারং  
 মুই একমুত মাদি বাজেবাস্তে লোদিপারং  
 কোটিটেঙাই নিজো জাদ ধর্ম বিজি ন'বারং  
 মুই একুনি দমথাক্কে মুত ভিরি যেই পারং  
 কার' কথা কার' জাত ধর্ম লোই ন'বারং  
 মুই গোস্তোনাথ দরিবানি নাদি পারং  
 পুতুল ওইনে তো মুই বাজি খেই ন'বারং  
 মুই সেনস্তে দেনবাং কার' আহু নয়  
 আদাঙাউছে মানজোস্তে জারবো শ্যাল নয়  
 মুই কার' ঘর' কার' মনত পুতুল নয়  
 যিয়ানি কবাগ সে মোনজোকা মিশিন নয়  
 মুই ডাঙা যেয়া চিকচিক্কে চুগনো ভিদে নয়  
 মা বাপ পো সার বুগ হালি গুরিয়ে নয়  
 মুই সবন ভাঙি দিয়ে কালা উই নয়  
 কার' কথায় উধিয়ে বুঝিয়ে মরা গাছ নয়  
 মুই দুকেউনর পোরানঘর বাজিবার খাজা  
 খেইয়ে পোলেয়ে জাদস্তে বলপেয়ে জাগা  
 মুই বাজিলে জাদ বাজিবো বিজোগ বাজিবো  
 সংস্কৃতি ধর্ম যুদ্ধোগোছে লো বাজিবো  
 মুই সেনস্তে নিজো এরা নিজে খেয়ে এমান নয়  
 নিজোরে নিজে ন' চিনিয়ৈ অমানুজ নয় ।

লরবো

নিকোলাই চাকমা

উই মরো লেজাদই কি তর বাজি খেবার শেচ পাজারা  
ওই আহদিবার পন্তান কি তর বানা চাদারা ?  
বেরেল ফাদা গুজুরোনি সান হিজেক কারি মুজুঙে লাম  
বেরা-দেবাল, পাদুরোর সলঙ নিগুচ গুরি ভাঙ ।  
বদল'র মাস্তল ফেলে ঝিমিদত পাস্তোল-লুঙি গুজি ল'  
জাস্তোর এলোনি মাস্তোর বলোনি কারি ল' কারি ল' ।  
বুকহরা হুঘে যার পরানান পুরিয়ার আস্তোর ধর  
পিনোনান কারি লর, উযে এই ভেই মরে রন্ধে গর ।  
কন্না আঘে কন্না সিবে কার পিজ্জেদি বেঙ দে, উযেবঙ  
পাস্তুর তুর এবার অভ' জাস্তোর একান মরিবোঙ নয় বাজিবোঙ ।

# দেঘা ওইনেও দেঘা ন' অহল

কে ভি দেবানীষ চাকমা

অহুগুর গাঝ-বাশ তারমম  
সয় সাগছে লখি-লঘ  
পেঝা-কজা, অহুগুর এ্যাল ঝার ।  
গাঝ' ঢেলায় ঢেলায় পেঘো ঝাক  
উরি উরি ফুলত পন্তন পন্তাপন্তি  
নাঙ শুন্যং রাঙি ক' তগাঙুর নিমোন গোরি ।  
গাঝে গাঝে, বাঝে বাঝে আ মাদিত পরি  
সাগর ডগন্তন পেঘ, কবু ধোরিম রাঙি ক'  
চিগোন-দাঙুর দোল দোল পেঘ দেঘি উলো মন্ত অং ।  
রাঙি ক' তগাঙুর মুই, গাঝ ঢেলাত চাং,  
বাঝ' আগাত চাং, লখিত চাং,  
কায় চাং, দুরোত চাং,  
রাঙি ক' ন' দেঘং ।  
রাঙি ক' তগাঙুর চে তগাঙ  
এন অস্তত কদ' পেঘে কল কলাদন ।  
দুরোত আবাদা গোরি চোঘ যেই দেঘিলুং উক্কু সোস ক'  
সিভে দেঘি মনে গল্যুং, ইভে অভ' রাঙি ক' ।  
আঝলে সিভে রাঙি ক' নয়, এ্যাল ক'  
উজ্জু গোরি কধ' চলে, তারে মুই ন' চিনং  
নাঙ শুন্যং বানা রাঙি ক' ।  
বেন্যা পুতোস্তুন ধোরি তারে তগাদে তগাদে  
বেল উধি দিবোর ওই বেল গেল  
তুও তারে দেঘিবের আঝা ন' ফুরেল' ।  
এক ঝাক পেঘো লগে তেয়ু এল'  
রাঙি ক' ন' চিনং মুই  
দেঘা ওইনেও দেঘা ন' অহল ।

বুদ্ধর জনম মাদি

মৃন্তিকা চাকমা

মাদিয়েন খুব নরম ঘোনজি মোনঝি

হুচ দিলুং আগাস্তুন লামি

ঝু-ঝু-ঝু-ত্রিশরণ বুদ্ধ ধর্ম সংঘ-

বুদ্ধর জনম মাদি ।

নির্বান পেয়ন এ মাদির মানেই

তারারে ঝু-জানাং মধন ওই-

বুদ্ধ তারা লঘে পস্তি রঘে পস্তি ইহুখে

আহ্মেকন তবনাস্তুন বুদ্ধ ছাভা দে ।

তারার আহুঝিস্তুন সদক ফুদে

তারার খানাস্তুন সদক ফুদে

তারার গব'স্তুন সদক ফুদে

তারার আহুখানাস্তুন সদক ফুদে

তারার বঝানাস্তুন সদক ফুদে

তারার গীদস্তুন সদক ফুদে

এভারেট জ্বলি উখে অন্তপূর্ণ জ্বলি উখে,

চম্পাকুল লুম্বিনী বেনুবন নৈরজ্জনা -

আগাস্তুন লামি মুই ঝু-জাঙর তমারে ।

Hospana Mawr.....!!!!  
Surat Kishor Chakma

O mawr jivanan Tui, Hospedoong tawre bana tawre mui,  
Tei-nogatoong tawre nawdele mui,  
Aar hi gurim mui, ek-ka hoisana mawre tui!!

Tedoong sei-sei tui-de sobigoon mui,  
Din reit hadedoong tawre manot babi-babi mui.  
Pawde-pawde berade, humgot-te aro goomjade tawre degong mui  
Hi gurim mawr Hospana, ek-ka babi-de mawr Jivanan tui!!!

Mawrong bajawng buli jenawgarim tawre mui,  
Hellai mawr powrano chittanot sommojse tui.  
Loiyong tawre mawr chido bidirei bondguri mui.  
Aar je-noparibegoi mawr mono bedirettun tui!!!

E gannodi hobor dawngawr tawre mui,  
Judi sunoj edot tulis ek-ka mawre tui.  
Hospang hospem, aro sara jivanan hospe tem mui,  
Hoi jangawr tawre mawr chido budun, mui!!

Mawr jivanan tui, hospedung bana tawre mui .  
Tei-nogatoong tawre nawdele mui,  
Aar hi gurim mui, ek-ka hoisana mawre tui!!

## শলাকাদি

মূল: সুকান্ত ভট্টাচার্য, চাণ্ডমা অনু:  
নির্মল কান্তি চাকমা

মুই ইক্কো পলাকাদি  
এদক চিগোন, দগনহ্লে চোগোতও নহু পরে  
হালিক ম' মুয়ত ফুজফুজ গরে বারোজ  
বুগোত মর জুলি উদিবার দরমর আবিলেজ,  
মুই ইক্কো শলাকাদি ।  
মনত আঘেনি সেদিন্তে উবুজুবু পজ্যেদে?  
ঘর কুনোত আগুন জল্যেদে  
মরে অফেলা গুরি নমারেয় ফেলে দেনায় ।  
কদক ঘর পুরিদোং  
কদক পাক্সা ঘর আলাজ গুরি দোং  
মুই গাই, চিগোন ইক্কো শলাকাদি ।  
এদকে গুরি বহত আদাম, রেজ্জা ছারঘরে গুরি দিপারং  
তোহু মরে গুরিবা অফেলা?  
মনত নেই? এই সেদিন্তে  
আমি একবাকসু জুলি উন্তেই  
তাজ্জব লাগেদেই  
আমি গুল্যেই তোমা মুকাল মুহুর মররেহু ।  
আমার হি অমহুদ বল  
সিয়েন দ' মেত পেইয়ো হামাকায়  
তোহু হিশ্তে ন'বুজো  
আমি বন্দী ন'থেবং তোমা পকেদত  
আমি নিগিলিবোং আমি ছিদিবোং  
আদামত, শহরত, চেরোহিতে,  
আমি বার বার জুলি, তোং অসমবক অফেলা  
সিয়েন দ' তুমি খবর ন'প'  
কমলে আমি জুলিবোং  
আরও বেঙ্কনে শেষ বারোসান ।

**Go Forward  
Lamoy Chakma**

Don't cry,  
You have a strong mind  
You should go  
A lot of way.  
You will be a  
Great person  
If you do your  
Study attentively.  
Don't be afraid  
When you are in danger,  
Also think you are not alone  
You have your unbearable mind.

## আলাপ

রাজা পুনিয়ানী

১.

যখন খুশি

ধরে নাও

আমার হাত

তাড়িয়ে দাও

নীরবতার এই ভিড়কে

আমার হাতে বাস করে

তোমার আমার রাত্রির

এক পলাতক ঘর

নিভিয়ে ফেল

একাকীর এই আগুনকে

চলে এসো

বুকে হাজার বছর আগের কাহিনী নিয়ে

আর হাতে একটি ছোট ফুল নিয়ে

বিকেল হলেই চলে এসো

মহানন্দার তীরে

চায়ের কাপে চুমু

ঠোটে সিগারেট

হাতে নতুন বই

মনে পুরনো স্বপ্নের ধূন

চোখে নতুন পৃথিবীর চেহারা

ভেঙেদাও

নির্লিপ্ততার এই প্রাচীরকে

ক্লান্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের বিশ্রামকে

এসো, কিছু কথা হোক

২.

ও সপনদা, এবার তুমি নিজেই বল

স্বপ্ন দেখার কারোবারে



আর কত হবে শহীদ  
ওদের সেই সেরা স্বপ্নগুলো  
বেঁচে থাকা প্রাণের গান গায়  
রাস্তার ধারে ভালবাসার অপেক্ষায়  
চুপচাপ দাড়িয়ে থাকা  
শতাব্দী পুরোনো কার্বনমাখা গাছ  
প্রতি রাত্রি  
রাত্রির বুকে নেমে আসে  
আজন্ম পরিচয়ের সন্ধান  
সন্ধানের সেই জেহাদী প্রশ্ন  
পাড়ার পানদোকানে আড্ডা দিয়ে থাকে সকাল থেকে  
ল্যাপপোস্ট তাকায়  
সন্ধ্যা থেকে ওর আলোয় পড়াশোনায় ব্যস্ত  
অনাথ ছেলের পুরোনো বইয়ের পাতাগুলিতে  
রবিবারের সকালে ড্রেনের মাথায় দাড়িয়ে  
কিছু বলার মূডে আছে আজ  
গ্রামের বুড়ো কাক  
ও জেরা ও করতে পারে  
তোমরা কি সত্যি সত্যি ভাল আছ তো ?

৩.

তোমার গলায় লুকিয়ে আছে  
আমার গান  
গেয়ে দাও তুমি  
নির্বাধ এবার  
আমি কথা বলতে পারিস না  
গান গাইতে পারি না  
আমার কথা  
তোমার কাছে  
অনাথ ছেলের পুরোনো বইয়ের পাতাগুলিতে  
রবিবারের সকালে ড্রেনের মাথায় দাড়িয়ে  
কিছু বলার মূডে আছে আজ

গ্রামের বুড়ো কাক  
ও জেরা ও করতে পারে  
তোমরা কি সত্যি সত্যি ভাল আছ তো ?

৪.

তোমার গলায় লুকিয়ে আছে  
আমার গান  
গেয়ে দাও তুমি  
নির্বোধ এবার  
আমি কথা বলতে পারি না  
গান গাইতে পারি না  
আমার কথা  
তোমার কাছে  
আমার গান  
তোমার গলায়  
আমি কোনও ভাষা জানিনা  
ভাষা যখন বন্দী  
বাজারের থাবায়  
এখন সুধু তুমিই আমার ভাষা  
আমি বারান্দায়  
বসন্ত সকালের সবুজ রোদের মত  
তোমার আগমনের প্রতীক্ষায়  
আমার স্বপ্নগুলি  
সেই পাখির মত  
যার পালক পড়ে গেছে  
কোন একটি হেরে যাওয়া যুদ্ধের রক্তরঞ্জিত ময়দানে  
সময়ের নিঝুম গায়ে  
অজ্ঞানতে ঐক্যে দিয়েছি  
তোমার ভাল পদচিহ্নের ছবি  
বন্ধু  
এবান আমি তোমার গিটার  
তুমি গাইবে তো

আমাকে

৫.

পথ হারানো

পথের পাঞ্চালী

তোমায় ডাকে নিবিড় জঙ্গলে

ও পশ্চিক

সুনছ কি

তোমার নিজের

আবাজ

৬.

চোখের কল্পিত আঙুল দিয়ে

ছুয়া দিয়েছ

নীরব নীল আকাশকে

এবার আকাশ নাচে

তোমার ভালে

হারিয়ে ফেলা তোমার চোখ

ফুটেছে পাহাড়ীকুল হয়ে

৭.

পোস্টারে কিছু শব্দ থাকত

পোস্টারে কিছু ঘাম থাকত

পোস্টারে কিছু রক্ত থাকত

পোস্টার কিন্তু বলে না

মানুষের কথা

আজকাল

কি হয়েছে পোস্টারকে

সুধু ধাক্কার ভাষা বলে

হাজার হাজার

চাকমা অসীম রায়

হাজার হাজার

বছর ঘটে যায়

যুগান্তর পথ হাঁটা পাড়ি দিয়ে

নির্মোক রূপান্তরে

রাত, দিন, আসে।

মনে টিপ-

স্মরণের প্রেম নিরুপমার

সহচর পাশাপাশি

অসীম হৃদয়ের অনুভব কিনারায়।

পাহাড়-পাহাড় ছড়া-গঙের

দেহজ ইশারায়,

ভালোবাসা অলিগলি হাঁটে

অস্তরের, দেখা-অ-দেখায় জনমে মরণে।

# ফুরোমোন

মনোজ্ঞ বাহাদুর গুৰ্খী

আমার শয়ন কক্ষের জানালা দিয়ে তাকালে  
দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ফুরোমোন দেখা যায়  
মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে  
মেঘের দেশে বসবাস তার।  
বঙ্গোপসাগরের লোনা বাতাসকে প্রতিহত করে  
নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকা ফুরোমোন  
বড় বেশী নিশ্চুপ, তবু মনে হয় কি যেন সে বলতে চায় আমায়।  
আমি তার কান্না শুনি ঝর্ঝর কলকল শব্দে  
আমি তার আর্তনাদ শুনি বজ্র নিনাদে  
তবে কি ফুরোমোন ভালো নেই আজকাল  
তার দুঃখটা আমি বুঝি না।  
মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে মেঘের দেশে  
বসবাস করাটাই কি তার দোষ  
কেও ক্রোধ কে না জানাটা টাই কি তার অপরাধ  
ঘুর্তী বাতাস তাকে মচকাতে পারে না  
বৃষ্টিধারা তাকে গলাতে পারে না  
ভূমিকম্প তাকে নড়াতে পারে না  
এ যদি তার অপরাধ হয়  
তবে আমি সে অপরাধে অপরাধী হতে চাই।

যাত্রাপথ

বীর কুমার চাকমা

হাটছি তো হাটছি কেবলই হাটছি,  
শৈশব পেরিয়ে কৈশোর, যৌবন পেরিয়ে জীবন সন্ধিক্ষণে  
অবিরাম হেটে চলেছি গন্তব্যহীন যাত্রাপথে ।

শৈশব কৈশোরের সেই দুরন্তপনা বিস্মৃত আজ,  
যৌবনের অনন্ত স্বপ্নগুলি একে একে দুঃস্বপ্নে পরিনত ।  
বাস্তবহারা জীবনের গতিতে ছন্দপতন বড়ই বেসুরা বাজে ।  
রক্তস্রাব যাত্রাপথ আচ্ছন্ন বারুদের ধোয়ায়,  
অন্ধকার গলিপথে হাতরে মরে বোবা স্বপ্নেরা ।

এ কেমন জীবন ? মূল্যবোধ মানবিকতা পদদলিত,  
ডিজিটাল সভ্যতার যান্ত্রিক আত্মকেন্দ্রিকতা  
মানুষকে করেছে বিবেকহীন স্বার্থান্বেষী সামন্ত মনোবৃত্তি ।  
সবুজাভ পাহাড়ে এ কেমন রাজনীতি ? এ কেমন নেতৃত্ব ?  
ভাইয়ের বুকে ভাইয়ের গুলি ! বিশ্রান্ত বাস্তবহারা নিরীহ মানুষ ।

এ পাহাড়ে অতিসম্প্রতি ঘটে গেল এক উন্মত্ত হিংস্রতার থাবা,  
নাহল্লেচরের বগাছড়ি গ্রাম জ্বলে পুড়ে ছাই !  
হাড় কাঁপানো শীতে জ্বুথবু অযাচিত নীরিহ মানুষ ।  
আবাল শিশু বৃদ্ধ অসহায় মানুষের বেদনার্থ আহাজারি,  
বেধহয় স্বয়ং বিধাতাও মুখ বধির হয়ে লজ্জায় নতজানু !

এ কেমন হিংস্রতা ! নিজভূমে পরবাসী ?  
এ কেমন অবিবেচক হৃদয়হীন মনোবৃত্তি ?  
আর কতদিন সইতে হবে এই বিমাতাসুলভ আচরন ?  
আর কতদিন..... ???

কবে আসবে ফিরে?

বরদেন্দু চাকমা

তুমি আবার কবে আসবে ফিরে,  
বানছড়া সবুজ শ্যামল পত্নী মায়ের কোলে ।  
ঢেউ খেলানো সারি সারি উঁচু নিচু পাহাড়,  
সে মায়াবি স্বপ্নপরীর দেশে জন্ম তোমার ।  
ছিল আশা,ছিল ভালবাসা,ছিল স্বপ্ন,  
খেটে খাওয়া মানুষ তুমি হত দরিদ্র ।  
ঘরে ছিল পিতামাতা ভাইবোন ছেলেমেয়ে,  
অপেক্ষা করছিল সওদা নিয়ে নিয়ে ঘরে যাবে ফিরে ।  
সেদিন অনু মেলেনি পানিতো দূরের কথা,  
তুমি ফিরে গেলে লাশ হয়ে শোকে ব্যাকুল জনতা ।  
সে কালো দিনগুলোর লোমহর্ষক কাহিনী,  
পাশবিক অত্যাচার নির্মম পাষণ নিষ্ঠুরতা?  
আজো ভুলতে পারিনি ।  
১৩ই অক্টোবর এসে স্মরণ করিয়ে দেয় মোদেরে  
তোমার বেদনার শত ধ্বনি,  
আকাশে বাতাসে নদী-গীরি কান্ডারে  
শুধু মনে পড়ে তোমাকে বরদাস মুনি ।  
সেদিন বঙ্ককণ্ঠে প্রকম্পিত হয় আকাশ বাতাস,  
তোমার প্রতিবাদ বাঁচার আর্তনাদ ।  
তুমি হারিয়ে যাওনি কোথাও,বেঁচেই আছো,  
লক্ষ জুম্ম জনতার পাশে জেগেই আছো ।  
যতদিন আকাশে চাঁদ তারা হাসবে রক্তিম সূর্য উঠবে,  
তত দিন জুম্ম জাতির সোনালী ইতিহাসে  
তোমার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ।

মোবাঃ ০১৫৩৬০৩৩০৩৫

সব মানুষের

নাসের মাহমুদ

একটা ছেলে দসি় দারুণ  
মায়ের কথা শুনতো না,  
ভবিষ্যতের রঙিন স্বপন  
দুচোখে তার বুনতো না।

সেই ছেলেটা আদম আলি  
এক্কেবারে মুখখোঁ সে  
সইছে সকল শাসন শোষণ  
অসুখ-ব্যধি দুঃখ সে।

ছোট থেকেই সব মানুষের  
ভবিষ্যতের লক্ষ চাই,  
বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি সাহস  
বীরের সমান বক্ষ চাই।

বিজয়ের মাস'২০১৪

সুশীল চাকমা

ইচ্ছে করছেন কবিতা লিখতে

এই বিজয়ের মাসে ?

কারণ এ বিজয় আমাদের নয়,ওদের।

যারা ছবি মারমারেক (১৪ই ডিসেম্বর)

ধর্ষনের মরচ্যা করেছে

যারা বগাছড়িতে (১৬ই ডিসেম্বর) ধর্ষণাধিক

পাহাড়ী ঘর ছাই করে দিয়েছে ছবি মারমা,

তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও।

যেহেতু আমি অন্ধ,বধির পথ ভ্রান্ত পথিক।

# উচ্চ বিলাস

রূপেন্দ্র বিকাশ চাকমা

তুমি দূরে থাকতে, দৃষ্টির আড়ালে থাকতে  
আমি মাটিতে চট বিছায়ে শান্ত ঘুম যেতাম।  
লবন ও পানি দিয়ে পেট ভরে খেতাম।  
শরীরে ছিল না কোন রোগের উলাস  
নীরব নিস্তব্ধ মনে দিন কেটে দিতাম।  
যখন তুমি দূর থেকে, হাতছানি দিয়ে ডাকলে  
তোকে কাছে পেতে আমি দৌড় দিলাম।  
আইন ও ধরা বাধা আজ্ঞা করে  
তোর পিছন দিকে ছুটলাম।  
বিবেক বুদ্ধিকে চুরমার করে তোকে হৃদয়ের গ্রহণ করলাম।  
তুমি আমার হৃদয়ের মহলে ডুবে  
গহড় দিয়াছ রঙিন স্বপ্ন ও কল্পনা।  
ভুলে দিয়াছ আমার মেঠোঘর ও পাশ্চাত্য  
সৃষ্টি করেছ শত শারিরিক ও মানসিক যন্ত্রনা।  
তোর দুর্দান্ত শক্তির প্রভাবে  
ন্যায়কে স্ব-হস্তে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ হয়নি  
অপরাধের বাসা বাধতে কঠাবোধ করিনি।  
মানবতাকে বলি দিতে একটু ও বিবেক কম্পিত হয়নি।  
আমি মানি না কোন নিয়মের ধরা বাধা  
চাওয়া পাওয়া আমার একমাত্র শ্রদ্ধ।



ময়না

রিপরিপ চাকমা

আমার একটা পাখি আছে নাম তার ময়না,  
খাবার নিয়ে বসে আছি এখনো দেখা পায় না।  
ঐযে এল,তবে মুখ গোমড়া তার  
হাস এবার হাস ভুমি বন্ধু আমার।  
ময়না আমার ময়না কথা কেন কয় না,  
দুধ ভাত খাবে এসো আর করে না বায়না।  
শিস ডাকিতে গান করিতে শক্তি ফুরায় তোমার  
এবার এসো খাবে মাখন গান শোনাবে আমায়।  
ছানা তোমার দিচ্ছে ডাক ছেক ছেকা ছেক করে  
মুখের দিকে চেয়ে দেখো কস্তো বড় বড় করে।  
ময়না আমার ময়না,  
ওহ বুঝেছি কিসের তোমার বায়না।  
ছানা ফেলে এখন ভুমি কিছুই খেতে চাও না।  
আমিও তো ছোট মগি,খিদে সবার লাগে  
খাবার তবে যাওনা নিয়ে দাওগো তাদের মিটে।  
বিনিময়ে বলো তবে গান শোনাতে হবে,  
সঙ্গী সাথী কেউ নেই আমার একা থাকি ঘরে ॥

# একতার মহৎশক্তি

শান্তি প্রিয় চাকমা

বৈষা রেষি ভেদাভেদ হউক সব দূর  
মোদের বন্ধন হউক বির সুমধুর ।  
একতাই দুর্জর একতাই প্রাণ  
একতার মহৎশক্তি চির অমান ।  
সকলে করব মোরা একতার কল্পনা,  
ধাকবেনা কার মনে হিংসা বিদ্বেষ ঘৃণা ।  
একতার শক্তিতে হব মহান,  
প্রত্যহ রচিত মোরা সহস্র প্রমাণ ।  
সবার আগে জাতি বড় নিজে বড় নয়,  
দেজ জাতি বাঁচলে তো নিজ পরিচয় ।  
নিজকে বাঁচতে হলে দেশকে বাঁচাও  
সমাজ দেশ-জাতি আর গাঁও ।  
খুঁজে পাবে যে তাই নিজ পরিচয়,  
তব কীর্তী বরে দেশে চির অক্ষয় ।  
গনবে লোকে গগণ তলে  
স্মরিবে তোমায় যুগান্তরে  
আকাশ পাতাল প্রান্তরে ।

তোমার মুখের মতো মুখ

মোহাম্মদ ইসহাক

তোমার মুখের মতো মুখ আমি দেখিনি

তোমার নামের মতো নাম আমি শুনিনি।

আমার বিস্তৃতি ভাবনার সীমানায়

ছড়িয়ে আছে তোমার মানচিত্র।

আমি নিমগ্ন থাকি,

রৌদ্র মাখা চঞ্চল কোন বিকেলের ব্যাকুলতায়।

আমার প্রহর কাটে কল্পেলিত

নিবিড় কোন শব্দের আলিঙ্গনে।

তোমার বর্ণীল কত আয়োজন

অহংকার জাগে মনে, আমি ও সারাক্ষণ

চোখ মেলে দেখি, প্রসারিত হৃদয়, উপমা তোমার

কতটা, কাছেই আমি।

ফসল কাটার স্বপ্নের মতো তোমার মায়াবী চোখ

সবুজে সমৃদ্ধ তোমার অহংকার

আমার চেতনায় জেগে উঠে রক্তিম উৎসব

সৌরভ ছড়ায় আমার চোখে।

পলিমাটির মমতায় ফসলের হাতছানি

সোনালী ফসল স্বপ্ন ছড়ায় কৃষাণীর আঙ্গিনায়।

তোমায় দেখে আমার অহংকার

বার বার দোল খায় সোনালী ধানের শীষে।

শিউলি বোটায় শিশির ছোঁয়া

শিহরণ কেঁপে উঠে সুরের তারে

বাতাসে এলোমেলো ব্যাকুল হৃদয়

কথা যেন কবিতার গল্প বলে ।

তোমার মুখের মতো মুখ আমি দেখিনি,  
তোমার নামের মতো নাম আমি শুনিনি ।

হে বাংলা

হে জন্মভূমি বাংলা আমার ।

তোমার মুখের মতো মুখ আমি দেখিনি ।

তোমার নামের মতো নাম আমি শুনিনি ।

## আসল নকল

লালন চাকমা

এক সাগর রক্তে পাওয়া, ঐতিহাসিক পার্বত্য চুক্তি  
আদিবাসীদের রক্ষা কবচ, সাংবিধানিক স্বীকৃতি ।  
নির্ভয়ে হও আগুয়ান, থেকে না সংজ্ঞাবদ্ধ  
রাজনীতির ময়দানে, থাকে প্রতি পক্ষ ।  
চলার পথে দেখা যাবে, কে শত্রু কে মিত্র  
হে বীর সেনানী, সদা থেকে জাগ্রত ।  
মূল্যবান গণরায়, দিতে হবে প্রতিদান  
যতই আসুক দলাদলি, ঘুচে যাক ব্যবধান ।  
ক্ষমতার রাজনীতি ছেনো, শেষ কথা নয়  
কর্মের মাঝে ফুটে ওঠবে, সত্যের পরিচয় ।  
বেক্ষম গেম' রাজনীতি নিয়ে আর নয় কালক্ষেপন  
নেতিকতার জয় অবশেষে মিলবে নিশ্চয়ই ।  
সত্যের পূজারি মোরা, করি তাই চুক্তিনামা  
স্বার্থের কাছে মাথানত, কখনো যে ভাবি না ।  
'গেম অব কম্প্রোমাইজ' রাজনীতির পঠনপাঠন  
গণতন্ত্রের হৃদপিণ্ড, আপামর জনগণ ।  
ঘৃণের বিপরীতে এক, এর অন্যথা নয়  
'গুডবাই আসল-নকল' সবার হোক বোধোদয় ।

## পৃথিবীর বিশ্বয়

আজত কুমার তনচংগ্যা

ওলাবিহীন ঝুড়ি পরিচালিত বাংলাদেশের উন্নয়ন  
ভাবতেই গাঁয়ে কাটা দিয়ে উঠে শিহরণ !  
গার নাম উচ্চারিত নাক ছিটকায় বহুদেশ  
আজ তাদের উক্তির কথা ভেবে মাথা করে হেট ।  
এ তো সেদিনের কথা সময়ের ব্যবধান বেশী নয় ,  
কেমন চেতনায় এগিয়ে চলেছে শিক্ষায়-দীক্ষায়  
শাস্ত্রো, কৃষিতে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে আর মানব উন্নয়নে,  
দেশ বিদেশের শান্তি রক্ষায় কিংবা শান্তি রক্ষীতে ।  
কলো,মোগাদিসু,নাইজেরিয়া কিংবা সোমালিয়ায়  
এমন কোন দেশ নেই পৃথিবীর আনাচে কানাচে  
যেথায় অন্যায়,খড়া,অবিচার নিপীড়িত জনসেবায়  
সাৰাস বাংলাদেশ ! বীর বেশে পৃথিবী চষিয়ে বেড়াবে ।  
ভবিষ্যৎ পৃথিবী পালিবে এ গৌরবধারী বাংলাদেশ,  
পঞ্চান্ন হাজার বর্গকিলোমিটারের ১৬ কোটি থেকে  
৩০ কোটি লোকে পালিবে এ বিশ-এটা সুনিশ্চিত !  
কে বলে তৃতীয় বিশ্ব অসহায় নিরিহ বাংলাদেশ ?  
তাই আজ উচ্চারিতে ইচ্ছে করে সাবাশ ! সাবাশ ! বাংলাদেশ !  
আর 'রবি ঠাকুরের' আক্ষেপ পালিতয়ে বলতে ইচ্ছে করে  
বাঙাল করে রাখেনি মোদের জননী  
জাগিয়া উঠেছে মোরা গোটা বাংলাদেশ ভরি !

# বিবু

সুপ্রকাশ চাকমা মিলন

ঝড়রাজ বসন্তের আগমনী বার্তায়  
যখন গাছ গাছালিদের বাতাসে নাড়ায়  
কোকিল ডাকে কুহু কুহু রবে  
আবাল-বৃদ্ধ-বনীতা জানে বিবু আসছে।  
ঐতিহ্যের ধারক-বাহক তুমি যে বিবু  
প্রকৃতির সাথে মিশে যাও সাথে আমাদের মাঝেও  
হারিয়ে যায় সীমানা অনাবিল আনন্দে  
নেচে-গেয়ে মানুষ ভাসে খুশির জোয়ারে।  
বিবুর কাছে নেই কোন ভেদাভেদ  
যেমন ধনী-গরীবের তেমনি ছোট-বড়দের  
জীবনের এ শিক্ষা পাওয়া খুব দুষ্করের  
তাই, বিবু আদর্শের প্রতীক আমাদের।  
বিবুর কাছে আছে অনেক কিছু  
যা লিখে শেষ করার নয়  
ছোটদের বলে দেয় বড়দের সম্মান কর  
বড়দের বলে ছোটদের আশীর্বাদ দিতে  
বিবু তুমি থাক যুগে যুগে অমর হয়ে।

## বিষ্ণুর আনন্দ

মহাশক্তি চাণ্ডমা

বিষ্ণুর খুশিতে চারদিকে ফুটল বাগানে ফুল  
বিষ্ণুর জাগরনে মাতিয়ে উলাস পাহাড়ী এলাকা  
বিষ্ণুর আগমনে আমারে টুপ টুপ কুলি,  
আকাশে বাতাসে সুগভীর অনুরাগে বিষ্ণুর ধ্বনি  
রঙের মেলা, সুরের খেলা ছন্দ মিলিয়ে  
বর্ণার্য শোভাযাত্রা বিষ্ণুকে সাজায়  
মুখরিত রূপে শ্যামলতার প্রখর  
দিগন্তজোড়া প্রান্তরে বিষ্ণুর রচনা  
কত আনন্দ বেদনার স্মৃতিময়তার বিষ্ণুর দর্শন  
বিচিত্র সাফল্য বিষ্ণুর যৌথ উত্সব মেলা  
বিষ্ণুর ছন্দে ভরে যায় আনন্দের সুখের দিনগুলি  
জীবনের প্রেরণায় বিষ্ণু আমাদের চিরন্তন  
চেতনায় শান্তি সমৃদ্ধি পথে এগিয়ে যাবে।

## ধূসর প্রান্তর

অনুরাধা দে

মস্ত আকাশটা ছুঁয়ে গেছে  
বিশাল শূন্যতায় প্রবাহের পাতায়  
উচ্ছল পথ বৃষ্টির হৃন্দ  
শিরায় বইছে জোয়ার  
তারুণ্যে ফুটন্ত রক্ত  
টুপ টুপ পতপত শব্দের বাহার ।  
আকাশের নীচে তখন চলছে  
অন্তর্লীন বেহাগ ।  
উড়ে যায় ছাই রং মেঘ ।  
নীরব ভাষার বিচ্ছেদ পরিচয়  
বাতাসের হাতে দিয়েছি যত হাঁড়ির খবর  
সন্ধ্যের ঝাঁপি নামে পূর্ণতার আঁধারে ।  
বিরোধী ভাবনা গুলো উড়ন্ত মেঘের পাশে  
ডানা মেলে । শূন্যে ভাসে  
সবুজ টিয়ার ঝাঁক  
ধূসর প্রান্তর একলা বসে  
আনমনা সুরে গায়  
বাতাসে ভেসে বেড়ায় করুণ  
সুরের কথা “আমার ব্যথা  
যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে ।”  
ধূসর আকাশ  
দার খুলে দেয় গভীর তৃষ্ণায় ।



# স্বপ্নগর্ভা

ফিডেল ডি, সাংমা

সবুজ পাতা ঝড়ে হয়ে যায় মেঘ,  
মায়া বৃন্তহীন নীরবে উড়ে  
ঠিকানা বিহীন; আকাশ জুড়ে ।  
সাদা মেঘের কাছে কালোর নাটাই  
কালোর মেঘের নাটাই আলোর কাছে  
মিথুন রাশির মেঘ যার ইচ্ছে চুম্বনগুলো  
আলিঙ্গন-শৃঙ্খারেং বৃষ্টি হয়ে গেছে  
ফুটেছিলো যার স্পর্শে-প্রেমের মুকুল  
ভেসেছিলো সুখ-তার সবুজ শালবনে,  
তখনো ব্যস্ত কিশানী স্বপ্ন চাষে মস্ত  
লুটোপুটি আবেগে-উচ্ছ্বাসে স্বপ্নের পাবনে ।  
আজ স্বপ্ন আগুন পিপাস, মানি বা না মানি  
যার ধারে; ভারে-হাটে নিঃসঙ্গ আঁধার যাত্রী  
সেদিনের স্বপ্নগর্ভা কিশোরী প্রেম কিশানী ।

কবির পরিচিতি : মিঃ সাংমা, জলছত্র, মধুপুর টাঙ্গাইল ।

## জীবন সত্য

সলিল রায়

দূর আকাশের বুকে এক অজানা জগৎ। তারোই ছায়ায় এক ক্ষুদ্র রাজ্য-এ পৃথিবীর প্রতিদিনের ক্ষুদ্র ঘটনা নিয়ে বারাক্রান্ত নয় তার জীবন।

এমনোই রাজ্যে বাস করে এক পুরুষ ও এক নারী। তাদের মধ্যে ছিলো এক প্রাগর বন্ধুত্ব যা আজকের দিনে আমাদের মাটির পৃথিবীতে বড় একটা দেখা যায় না-নর-নারীর আদিম সখ্যতা।

তাদের নিশ্চিত জীবনের একমাত্র কাজ ছিলো শুধু হেটে বেড়ানো দু'জনে মিলে- ক্ষুদ্র সে রাজ্যের এপার হতে ওপারে।

সে রাজ্যে ছিল এক নিবিড় বন নিঃচিন্ত্র অরুণ্যানী। বৃক্ষগুলো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নদীর আঁকাবাঁকা স্রোতে একে অন্যের কোলে ক্রমে একেবারে মিলে গেছে তার ক্ষুদ্র বুকে। সেই নিবিড় বনের ভেতর ছিলো একটা ক্ষুদ্র মন্দির, মানস মন্দির। সমস্ত দিন নিথর হয়ে তাকে সে বনটী-রাতের সাথে সাথে যখন আকাশের বুকে জ্বলে ওঠে তারা চারিদিক ভরে যায় নীরবতায়,এমনি সময়ে যদি কেউ একাকী ঐ মন্দিরে গিয়ে তার বেদীমূলে বুকের বসন মুক্ত করে আপন আপন বুকের রক্তে সিঁক্ত করে ঐ বেদীর কাছে কোন প্রার্থনা জানায়-তার প্রার্থনা নাকি পূর্ণ হয়।

এমনি সে অজানা লোকে দু'টা নর-নারীর জীবন বয়ে চলেছে আনন্দের মধ্যে- একে-অন্যকে কামনা করে নিবিড় হতে আরো নিবিড় করে পাওয়ার।

জ্যোৎস্না রাত। চাঁদের আলোয় ভরে গেছে সে পৃথিবী। নদীর ঢেও গুলো রূপালী রঙের আভায়ে সজ্জিত হয়ে উঠেছে বৃক্ষের শাখায় শাখায় লেগেছে চন্দ্রালোকের শুভ্রতা। এমনোই এক জ্যোৎস্না রাত ঐ নারী একাকিনী চলে গেলো ঐ বনের ভিতরে। বন অন্ধকার শুধু জ্যোৎস্নার খন্ড খন্ড আলোর ছটা গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে শুকনো পাতার উপর এসে পড়েছে মাঝে মাঝে এসে লুটীয়ে পড়েছে রমনীটির ভীক হরিণীর চঞ্চল পায়ে। নীরব-নিস্তব্ধ,যেন সুপ্তির কোলে আশ্রয় নিয়েছে সে

বাসুকী। একা একা ধীরে ধীরে যেন এক রাশ ভীৰুতা নিয়ে পদে পদে সেই রমনী মন্দিরে এসে প্রবেশ করলো-বেদীর পাদ মূলে, নত হয়ে কি যেন প্রার্থনা করলো সে। তারপর ধীরে ধীরে নিজের বুকের মসন উন্মুক্ত করে তীক্ষ্ণ এক খন্ড পাথরে ক্ষত করলো তার আপন বক্ষ স্থল। রক্তের স্রোতে বরে উঠলো বুক সিঁক্ত হলো বেদী মূল। ভেসে এলো একটি প্রশ্ন গুরু গম্বীরে সে কণ্ঠ “নারী- তুমি কি চাও?”

“একটি পুরুষকে আমি সমস্ত কিছুই চেয়ে বেশী ভালোবাসি। তাকে সাধীরূপে পেয়েছি-আরো নিবিড় করে পেতে চাই তার সান্নিধ্য আমার সকল দেহ ও মনে”।

“কেন-? তোমার এ পাওয়ায় তুমি কি সন্তুষ্ট নও?”

“না-! এ পাওয়ায় আনন্দ আছে-কিন্তু তৃপ্তি নেই। আরো নিবিড় করে চাই তাকে কামনা করি।”

“কিন্তু- তার পরিনতি হয়তো আনন্দময় না-ও হতে পারে, নারী-।”

“ক্ষতি নেই-তবুও আমি তাকে চাই। নিবিড় ভাবে সে পাওয়ায় ভরবে আমার হৃদয়- পরিনতির কথা ভাবিনে।”

“তথাস্ত-তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে।”

নারী উঠে দাঁড়ালো। বুকের বসন আচ্ছাদিত করে বনের বাহিরে ছুটে চললো। যা চেয়েছে-তাই পাবে তার অতৃপ্ত নারী হৃদয়-কানায় কানায় ভরে উঠবে তার নারীত্ব- সার্থক হবে তার কামনা-প্রণাম তৃপ্তিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে তার দেহ ও মন। “তার পায়ের আঘাতে শুকনো পাতা গুলি ক্ষণে ক্ষণে তার চঞ্চল পায়ের নীচে মন্মরিত হয়ে আর্থনাদ করে উঠছে। এতে তার-ক্রক্ষেপ নেই ছুটে সে চলছেতো চলছেই।

বনের বাইরে চাঁদের রূপালী আলো স্নিগ্ধ হাওয়া আলোক ময় নীল আকাশ নদীর বেলা বেলাভূমিতে জ্যোৎস্নার ঢেউ ভেসে বেড়াচ্ছে মধুময়, আনন্দময় এ প্রকৃতি সুন্দর কি সুন্দর এই জীবন।

নারী একাকীনি বেলা ভূমির ওপর দিয়ে হেটে চললো, উৎসুক চোখের দৃষ্টি তার খুঁজে ফেরে তার মনের মানুষটাকে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো এক পুরুষ বয়সে তরুণ-রমনী ঝাঁপিয়ে পড়লো তার বুকে উন্মুক্ত মাদকতায়। নিবিড় প্রেমের প্রাণের আলিঙ্গনে নিম্পাষিত হলো তার দেহ-

কামনা ফেনিল উচুলা আবেগের অফুরন্ত চূষনে ভরে উঠলো তার বুক। আবেশে-  
আরামে মুদে এলো নয়ন রমনীর চোখ বুঝলো পরম ভূষ্টিতে।

বহুকাল কেটে গেলো এই ভাবে। তারপর ধীরে ধীরে তরুণ রমনীর বাহুলতা হতে  
মুক্ত করলো নিজেকে তুলে ধরলো তার সুখ মুখোমুখি। তার করুণ দু'টি চোখে  
ঘনিয়ে উঠলো সেকি এক মায়াবী মায়া। তারপর কেন না জানি অকস্মাৎ ছুড়ে ফেলে  
দিলো রমনীকে তার বন্ধ হতে-ছুটে চলে গেলো বনের ভেতর।

রমনী পাগলের মত ছুটে চললো তার পশ্চাতে বন হতে গভীর বনে। পায়ের তলায়  
নিষ্পেসিত হলো ঝরা পাতা-কন্টকে ছিন্ন-ভিন্ন হলো তার কোমল দেহলতা তবু সে  
ছুটে ছললো তার পশ্চাতে। কিন্তু তরুণ তার নাগালের বাইরে দূরে বহু দূরে চলে  
গেছে যে, রমনী তাকে আর দেখতে পেলোনা।

মন্দিরের বেদীমূলে এসে আছড়ে পড়লো রমনী-গুপ্ত কপোল বেয়ে নেমে এলো- রক্ত  
স্রোত, ভিজে উঠলো বেদী মূল। পূর্ণস্বার ধ্বনিত হলো গুরু গম্ভীর কণ্ঠে “নারী-তুমি  
কী চাও?” চীৎকার করে পাগলের মতো উত্তর দিলো নারী-“আমার বৃকের রক্ত দিয়ে  
কামনা করেছি আমি তার নিবিড় সানিধ্য আমার দেহ ও মনে-পেয়েছিও তার পরশ।  
কিন্তু সে পাওয়ার ভূষ্টি আমার সম্পূর্ণ না হতেই সে কেনো চলে গেলো-দূরে আমার  
জীবনের পথ হতে চিরদিনের মতো-কেনো? কেনো?

“তোমার প্রার্থনাই তো পূর্ণ হয়েছে। নিবিড়তম যে পাওয়া-তার আনন্দতো চিরস্থায়ী  
নয়, নারী”।

“শুধু এই মাত্রই-? এতোই ক্ষণস্থায়ী-? এইকি আমি চেয়ে ছিলুম?

আর এই কি সেই পরিণতি যা তুমি বলেছিলেন-?” রমনী চীৎকার করে জিজ্ঞাসা  
করলো আবার।

“হাঁ- এই সে-ই”-উত্তর এলো মন্দির হতে। অনেক্ষণ নির্বাক হয়ে দাড়িয়ে রইলো  
রমনী-তারপর ধীরে ধীরে চলে গেলো বনের ভেতর-অদৃশ্য হয়ে।।

# ধূলুক কুমী

কথকঃ রম্ভাপতি তঞ্চঙ্গ্যা

সংগ্রহে-লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

অনেক অনেক দিনের আগের কথা। এক জুমিয়া বাস করত পাহাড়ের এক গ্রামে। তার ছিল ছয় ছেলে আর এক মেয়ে। সে ছিল অপূর্ব এক সুন্দরী মেয়ে। ছয় ভাই সকলের আদরের বোন। ছয় ভাই সকলে বিয়ে করেছে। সকলেই বড় একটি বাড়িতে একত্রে বাস করে।

এক সময় ছয়ভাই মিয়ে সুন্দর এ পাহাড়ে বড় করে একটি জুম কাটে। জুমে আগুন দিয়ে পরিষ্কার করার পর ছয় ভাই মিলে সেখানে বড় করে একটি জুমের ঘর তৈরী করে। বোন ধূলুক কুমীসহ ছয় ভাইয়ের বউদের জুমের কাজের দায়িত্বে রেখে তারা সবাই যাই কাটনে। একমাস পর জুম ঘরেই ফিরে আসবে।

সব বউয়েরা জুমের ঘরে থেকে জুমের কাজ করে। দিন যায় সন্ধ্যা যায়, এক মাসের কাছাকাছি সময় গড়িয়ে যায়। ইতি মধ্যে জুমের কাজের ফাঁকে গাছের ছায়াতলে বিশ্রামের সময় বউয়েরা দেখল,বিরাট আকাড়ের একটা চিল মুখে শুকনা হাঙ্গর মাছ নিয়ে তাদের পাশ দিয়ে এদিক ওদিক উড়ছে। খুব সম্ভব নিরাপদ এক বড় বৃক্ষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। বউয়েরা চিলের মুখে হাঙ্গর মাছ দেখে লোভ সামলাতে পারলনা। ঠাট্টাই হোক,অস্তর দিয়ে হোক তারা সকলে একবাক্যে চিলটাকে অনুরোধ করে বলল,

ওরে ও চিলটা  
হাঙ্গর মাছটা ফেলে যা;  
ধূলুক কুমীকে  
নিয়ে যা।  
ধূলুক কুমী-২

ঠিকই তাদের ইচ্ছামত চিলটা তার মুখের হাঙ্গর মাছটা তাদের সামনে ফেলে দিল। আর সাথে সাথেই ধূলুক কুমীকে তাদের সামনে থেকে শৌ মেরে নিয়ে গেল। আর ফিরে আসল না। বহুদূর চলে গেছে।

চিলটা ধলুক কুমীকে নিয়ে বহুদূরে বিরাট এক গাছে গিয়ে পরল। কিছুক্ষণ পর এক জায়গা থেকে বহু ডাল-পালা উঠেছে ধলুকুমীকে বসাল। তারপর চিলটা এক অদ্ভুত কাণ্ড শুরু করল। কী কাণ্ড-----?

সে ধলুক কুমীর লম্বা লম্বা চুলের গোছা দিয়ে চতুঃপার্শ্বের ডালে বাঁধতে শুরু করল। সে সুন্দরীর মাথার উপর টেকসই একটা বাসা তৈরী করে নিল। তার ডিম পারতে হবে। তাই জরুরী বাসা দরকার। বাসা তো তৈরীই হলো। এবার মনের সুখে ওখানে ডিম পারবে এ-ই-ই-তো তার আশা।

এদিকে ছয় ভাইয়ের কাউন থেকে ফেরার সময় হল। তাদের কাউন থেকে ফেরার পথটা কিন্তু ধলুক কুমীকে নিয়ে তার চুল দিয়ে বাসা বাঁধা ঐ বড় গাছটার নিকট পৌঁছল, তারা হঠাৎ এক মেয়ে লোকের চিৎকার শুনতে পেল। তার ভাইদের আসতে দেখে ধলুক কুমী আপ্রাণ চিৎকার দিয়ে বলল,

ও মর ছয় ভাইলক  
তুমি গিঅ কাউনত;  
চিলে আনি ধুরি মে  
বানি, থুইয়ে ই-গাইছ্যত।  
মে বাঁচ ও দলেক মে বাঁচ।  
আইস, আইস, বাদি আইস।

বাংলায়ঃ-

ওহে আমার ছয় দাদারা  
তোমরা গেছ উপার্জনে  
চিলে আনি ধরে আমায়  
রাখছে বেঁধে এ গাছে  
বাঁচাও আমায় বাঁচাও  
এসো এসো তুরা এসো।

বোনের আর্তনাদ ভাইয়েরা শুনছে বটে তবে প্রথমেই বুঝতে পারছেন না কোনদিক থেকে শব্দ আসছে। সবাই খুব সতর্ক হয়ে কান পেতে শোনো ঠিক বুঝতে পারল যে, ঐ বড় উঁচু গাছ থেকেই শব্দ আসছে। তারা সবাই গাছের গোড়ায় আসল।

দেখতে পেল গাছের উচুতে ডালের গোড়ায় বসে মেয়েটি কাদছে আর তাদেরকে দাদা সঘোদন করে তাকে মুক্ত করতে অনুরোধ করছে।

ভাইয়েরা অত্যন্ত অবাক দৃষ্টিতে পরস্পরকে আর ঐ মেয়ের দিকে দেখতে থাকল। কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। আসলে ব্যাপারটা কী? পরস্পর বলাবলি কবল, সত্যিই যদি বোন ধূলুককুমী হয়ে থাকে তবে ঐ গাছে কীভাবে কেনই বা উঠল? তারা চিন্তা কবল, তাদেরকে আটকাতে কোন খারাপ দেবতা বা রাক্ষুসীর চালাকি ও তো হতে পারে? গাছের উপর বা আশে পাশে অন্য কিছু ও তো দেখা যাচ্ছেনা। যাহোক বহুক্ষণ কিস্তা, বিবেচনা ও সত্তা পরামর্শ করে তারা সিদ্ধান্ত নিলয়ে সবহি কিস্ত সতর্ক থাকবে। কোন অঘটন ঘটতে গেলে মরন পন যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। তবে মেয়েটিকে বাঁচাতে হবে। যেমন কথা তেমন কাজ। দু'ভাই সারাক্ষণ চারিদিকে কড়া নজর রাখবে। আর অন্যরা চাড়(সিড়ি) বাধবে।

বেশ কিছুক্ষণ কাজ করে চাড় বাঁধা হলো। দু'ভাই চাড় বেয়ে গাছের উপর উঠল। দেখল, সত্যিই তো তাদের আদরের বোন ধূলুককুমী। তারা গাছের নীচে অন্য ভাইদের চিৎকার দিয়ে জানাল এবং সতর্ক থাকতে বলল। গাছের নীচ থেকে ভাইয়েরা বলল, ঠিক আছে। তাকে সাবধানে নিয়ে আস। বোন অসহায় অবস্থায় কাঁদছে। তার মাথায় চুল দিয়ে চারদিকে গাছের ডালে বাঁধা, ঠিক মাথার উপর খড় কুটু দিয়ে তৈরী বড়সড় এক পাখির বাসা। ভাইদের কাছে পেয়ে বোন বলল, ডালে বাঁধা চুল কেটে তাড়াতাড়ি মক্ত করতে।

দু'ভাই সতর্কভাবে কাজ করে বোনকে বাঁধন থেকে মুক্ত করল। চাড়(সিড়ি) বেয়ে সুষ্ঠুভাবে বোনকে গাছ থেকে নিচে নামিয়ে আনল, ধূলুককুমী সব ভাইদেরকে জড়িয়ে ধরে ধরে কাঁদতে লাগল আর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানাল, বেশ কিছুক্ষণ ধরে বোনের কথা শুনে ভাইয়েরা সিদ্ধান্ত নিল যে, একটি সিন্দুক বানাবে। তার ভেতরে করে বোনকে নিয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি সিন্দুক বানিয়ে নিল। বোনের যাতে অসুবিধা না হয় সিন্দুকে প্রয়োজন মতো ছিদ্র রেখে দিয়েছে। অতঃপর বোনকে সিন্দুকে বসিয়ে সম্পূর্ণ বন্ধ করল, তারপর বাড়ির দিকে রওনা করল।

বাড়িতে পৌছার পর সিন্দুকটি ইচরে রাখল। ভাইয়েরা সকলে বউদের কাছ থেকে ধূলুককুমীর কথা জিজ্ঞাস করল। বউরা সকলে জবাব দিল, সে মরে গেছে। ভাইয়েরা

তাতে আর তেমন কিছু পেচালোনা ।

ইতিমধ্যে সিঙ্কুরের ভিতরে ধুলুককুমী প্রস্রাব করল । সিঙ্কুর থেকে প্রস্রাব বের হয়ে আসায় তা বউদের নজরে পড়ল । তারা সেই প্রস্রাবকে মাথায় দেবার তেল মনে করে সকলে হাতের তালুতে নিয়ে মনের আনন্দে মাথায় মেখে নিল ।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর ভাইয়েরা সিঙ্কুরটা খুলে ধুলুককুমীকে বের করল । বউরা সকলে হতবাক হয়ে চোখ বড় বড় করে দেখতে লাগল । তাদের নড়া চড়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল । কিছুক্ষণ বউদের তামাসা দেখার পর সব ভাইয়েরা পর পর চিৎকার করে ধমক দিয়ে বউদের জিজ্ঞাস করল, ধুলুককুমী তাহলে মরে গেছে ?





## রাজামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাজামাটি।

ফোন : ০৩৫১-৬৩১৩২, ৬৩১৪৭, ৬৩২০৭

ফ্যাক্স : ৮৮০-৩৫১-৬২১৯২

বিষ্ণু, সাংগ্ৰাই, বৈসুক, বিষ্ণু, বিহু ' ২০১৫ উপলক্ষ্যে পুলক সাহিত্য  
সমিতি'র উদ্যোগে সংকলন প্রকাশনাকে স্বাগত জানাই।

রাজামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ নিজস্ব উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর পাশাপাশি  
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ, সংস্কৃতি, কুটির শিল্প, সমাজসেবা, জনস্বাস্থ্য,  
সমবায়সহ ২৫টি হস্তান্তরিত বিভাগের মাধ্যমে পার্বত্য জনগণের সুখ ও  
সমৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছে।

এ মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বস্তরের জনগণের কাছ থেকে সর্বাঙ্গিক  
সহযোগিতা কামনা করছি।

বৃষকেতু চাকমা  
চেয়ারম্যান  
রাজামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ।

পুলক সাহিত্য সমিতির সংকলন  
'ভূর' পাদা'-২য় সংখ্যার  
সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা।



পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ  
প্রধান কার্যালয়, রাজামাটি



## অন্য বৈশিষ্ট্য ভাস্বর বনফুল আদিবাসী গ্রিনহাট কলেজ

### কাজের বৈশিষ্ট্য সমূহঃ

- \* কলেজ ক্যাম্পাস ধূমপান ও রাজনীতি মুক্ত আনন্দ নিকেতন;
- \* কলেজ ক্যাম্পাস আদিবাসী, বাঙ্গালী বহুবর্ণ ও বহুধর্মের মানুষের মিলন তীর্থ;
- \* অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক ও সুশিক্ষিত প্রজন্ম বিনির্মাণ আমাদের লক্ষ্য;
- \* শ্যামল ছায়া সুনিবিড় বিশাল কলেজ ক্যাম্পাস ও শব্দ দূষণমুক্ত সুপরিসর শ্রেণিকক্ষ আসবাবপত্রে সুবিন্যস্ত;
- \* সুযোগ্য পরিচালনা পরিষদ ও দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত;
- \* শিক্ষার মান উন্নয়নে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদদের নেতৃত্বে শিক্ষার মান উন্নয়ন কমিটির সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা;
- \* সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা;
- \* আধুনিক মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে হাতে কলমে পাঠদান;
- \* কলেজ ক্যাম্পাসে অবস্থিত পাঁচ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক হাসপাতালে অভিজ্ঞ ডাক্তার ও সার্বক্ষণিক নার্সিং সেবা;
- \* বাংলা ও ইংরেজী মাধ্যমে জাতীয় পাঠ্যসূচী ও জাতীয় ক্যারিকুলামে পাঠদান;
- \* শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে নিয়মিত শরীরচর্চার ব্যবস্থা;
- \* চারুকলা ইনস্টিটিউটের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা কলেজ ক্যাম্পাসে “নন্দন আর্ট একাডেমী” তে শিক্ষার্থীদের আর্ট শেখানো হয়;
- \* কলেজ ক্যাম্পাসে অবস্থিত বনফুল সঙ্গীত একাডেমীতে শিক্ষার্থীদের নাচ ও গান শেখানোর বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে;
- \* বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নানা ভাষাভাষী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রয়েছে আবাসিক হোস্টেল সুবিধা;
- \* জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, অন্যান্য শ্রেণিতে মেধা বৃত্তি এবং বার্ষিক ক্রীড়া ও সাহিত্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের প্রতি বছর পুরস্কৃত করা হয়;
- \* কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করা হয়;
- \* পঞ্চম, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির জাতীয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের বিশেষ ক্লাস ও পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে জিপিএ-৫ অর্জনের যোগ্য করে গড়ে তোলা হয়।

### বনফুল আদিবাসী গ্রিনহাট কলেজ

বনফুল আদিবাসী ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত

মিরপুর-১৩, ঢাকা-১২১৬।